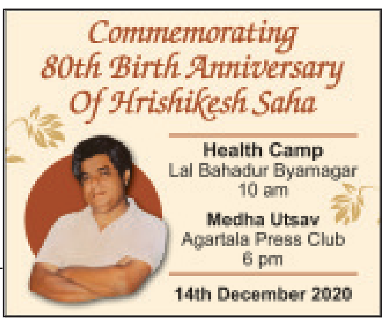

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 December, 2020 ■ আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ২৮ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে আরও ৩০ হাজার ২৫৪ জনের শরীরে মিলল করোনা ভাইরাস

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর।। দেশে আরও ৩০ হাজার ২৫৪ জনের শরীরে মিলল করোনাভাইরাস। এর ফলে মোট সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৮.৫ লাখ। করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৩৯১ জনের। তবে আরও কমেছে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা।

রবিবার সকালে প্রকাশিত মেডিক্যাল বুলেটিনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩০,২৫৪ জনের শরীরে মিলেছে করোনাভাইরাস। নয়া সংক্রমণে মোট আক্রান্তের সংখা হয়েছে ৯৮,৫৭,০২৯ জন। এখনও চিকিতসাধীন রয়েছেন ৩,৫৬,৫৪৬ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৯৩,৫৭,৪৬৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৩,১৩৬ জন। এখনও পর্যন্ত দেশে সুস্থতার হার ৯৪.৯৩ু। মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৪৩,০১৯। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৯১ জনের। মৃতের হার ১.৪৫ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০,১৪,৪৩৪ জনের কোভিড পরীক্ষা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

ভ্যাকসিন বণ্টনের জোরদার প্রস্তুতি চলছে দেশে। কিন্তু এখনও কেন্দ্রীয় সরকার জানায়নি, টিকা বিনামূল্যে দেওয়া হবে কি না। বিরোধীরা বারবার দাবি তুললেও অবস্থান স্পষ্ট করেনি নরেন্দ্র মোদীর সরকার। এরই মধ্যে শনিবার কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছেন, তাঁর রাজ্যে টিকা মিলবে বিনা খরচেই। যাবতীয় খরচ বহন করবে তাঁর সরকার। পিনারাই বলেন, 'সরকার সমস্ত খরচ করবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক পর্যাপ্ত টিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করলেই হল, আমরা তৈরি।' তিনি জানান, শুরুতে গুরুত্ব পাবেন স্বাস্থ্যকর্মীরাই।

শুক্রবার ফাইজারের টিকার জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োগে সম্মতি দিয়েছে আমেরিকা। এই নিয়ে ষষ্ঠ দেশ ফাইজারকে স্বীকৃতি দিল। ব্রিটেনে শুরুও হয়েছে টিকাকরণ। ভারতে যে তিনটি টিকা জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োগের জন্য আবেদন করেছে, তার মধ্যে ফাইজার একটি। অন্য দু'টি হল অক্সফোর্ডের কোভিশিল্ড ও ভারত বায়োটেকের দেশীয় টিকা কোভ্যাক্সিন। নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে এখনও পর্যন্ত একটিই বৈঠক হয়েছে কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্সিন নিয়ে। চেয়ে পাঠানো হয়েছে আরও তথ্য। ফলে চলতি বছরের মধ্যে দেশে কোনও টিকা মান্যতা পাবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। যদিও সিরাম ইনস্টিটিউটের কর্ণধার দাবি করেছেন, সরকারি অনুমতি পেলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় আক্রান্ত জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.)।। করোনায় আক্রান্ত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। রবিবার তাঁর শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। সংক্রামিত হওয়ার বিষয়টি নাড্ডা এদিন নিজেই টুইটে জানিয়েছেন।

রবিবার বিকেলের দিকে হিন্দিতে একটি টুইটবার্তায় নড্ডা বলেন, "করোনার প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দেওয়ায় আমি টেস্ট করেছিলাম এবং রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আমার শরীর ঠিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে কান্ডে নিহত বিশ্বজিৎ ও শ্রীকান্তের বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী, দিলেন আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ ডেমডুম এ ডি সি ভিলেজের রামগোপাল পাড়ায় নিহত ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার বাড়িতে যান। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিহতের স্ত্রী, মাতা, পিতা ও শিশু কন্যা সহ পরিবার পরিজনদের সাথে কথা বলেন ও সমবেদনা জানান। এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী সাথে ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, বিধায়ক সুধাংশু দাস ও বিধায়ক ভগবান দাস। উপস্থিত সবাই নিহত বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রতিকৃতিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিহত বিশ্বজিৎ দেববর্মার স্ত্রীর হাতে আগ্নি নির্বাপক দপ্তরে চাকুরীর নিয়োগ পত্র তুলে দেন। পাশাপাশি নিহত বিশ্বজিৎ দেববর্মার স্ত্রীর হাতে আড়াই লক্ষ

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিহত শ্রীকান্ত দাসের বাড়িতে যান (বাঁয়ে) একই দিনে নিহত বিশ্বজিৎ দেববর্মার বাড়িতেও যান (ডানে)।

টাকার চেক এবং মায়ের হাতেও আড়াই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বিশ্বজিৎ দেববর্মা অত্যন্ত গরীব পরিবারের সন্তান ছিলেন। বিশ্বজিৎ দেববর্মা এক নির্মম ঘটনায় প্রাণ হারান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিহত বিশ্বজিৎ দেববর্মার ছোট শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জল হয় এবং শিশুকন্যাটি যাতে তার পিতার আশা ও আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে সেজন্য সরকার সর্বদা সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করবে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের পৃথক স্থানে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। রবিবার সাত সকালে রাজধানী আগরতলা শহরের মাষ্টার পাড়ায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পথচারীরা মৃতদেহটি রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে খবর দেন।খবর পেয়ে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

এখনো পর্যন্ত মৃতদেহটি শনাক্ত করা যায়নি। মাস্টার পাড়া এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন ওই ব্যক্তি বহুদিন ধরেই মাস্টার পাড়া এলাকায় অবস্থান করছিলেন। রাস্তার পাশেই ওই ব্যক্তি রাত কাটাতো। তবে কেউ তার নামটা জানেন না।রবিবার সাত সকালে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে মাস্টারপাড়া সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটিকে শনক্ত করার জন্য হাসপাতাল মর্গে রেখেছে।

এদিকে, দুর্গা বাড়িতে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম প্রফুল্ল দেবনাথ। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে প্রফুল্ল দেবনাথ প্রতিরাতেই মদ্যপান করে বাড়িতে আসত।গতকাল রাতে যথারীতি মদ্যপান করে বাড়িতে আসে। তবে রাতে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমোতে গিয়েছিল ওই ব্যক্তি। রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিবারের লোক সংখ্যা দেখেন তার মৃতদেহ ঘরের ভেতরে দেহটি ফাঁসিতে ঝুলছে। তখন তারা চিৎকার করেন এবং বিষয়টি স্থানীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনড় কৃষকরা

কৃষক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক কৃষিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.)।। দিন যত যাচ্ছে কৃষক আন্দোলন তত বেশি জোরালো আকার ধারণ করে চলেছে। রবিবাসরীয় সকালে দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে বিক্ষোভরত কৃষকদের হয়ে ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকিয়াইত জানিয়েছেন, কর্পোরেট সেক্টরের হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে।

আন্দোলন যে চলবে তার উপর আলোকপাত করে তিনি জানিয়েছেন, কৃষকরা এখানে বিক্ষোভ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। সংসদে নতুন কৃষি আইন পাশ করার আগে যেভাবে গুদাম ঘর তৈরি করা হয়েছে তাতে পরিকল্পনা অন্য কিছু যে রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। ফাইলের মধ্যে কৃষকদের নাম থাকলেও আদতে সেই ফাইলটি ব্যবসায়ীদের। ভারতে এমনটা চলতে পারে না। কৃষকদের সমস্যাটা সরকারের বোঝা উচিৎ। কৃষি আইন বাতিল না হলে আন্দোলন জারি থাকবে। সরকার জানে এই আইন বলবৎ থাকলে তাদের দূর দিন ঘনিয়ে আসবে।

আজ অনশনে বসবেন কেজরিওয়াল

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত ১৮ দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে কৃষক আন্দোলন চলছে। কৃষি আইন সংশোধনের প্রস্তাব সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হলেও তা মানতে নারাজ কৃষকরা। তাদের দাবি অবিলম্বে এই আইন বাতিল করতে হবে।

এদিকে, রবিবার দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে কৃষকদের অবস্থান বিক্ষোভ ১৮ তম দিন পড়ল। দিন যত যাচ্ছে তত বেশি কৃষক আন্দোলন জটিল আকার ধারণ করে চলেছে। কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইন বিলোপের দাবিতে অনড় কৃষকরা। অন্যদিকে আইন সংশোধনের পক্ষে রাজি কেন্দ্র। কিন্তু কেন্দ্রের এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে কৃষকরা। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে অমিত শাহের বাসভবনে যান কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। অতি গুরুত্বপূর্ন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোম প্রকাশ। বৈঠকে সমাধান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বরযাত্রীর গাড়ি দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত ১৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি/আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের পাথারকান্দির অসম ত্রিপুরা সীমান্তের আকাইদুমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বরযাত্রীর ক্রুইজার গাড়ি।গুরতর আহত পনেরো জন।শিলচর থেকে বিয়ে করে কনেকে সঙ্গে নিয়ে কুকিতলে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হল এক বরযাত্রী বোজাই ক্রুইজার গাড়ি।এতে গুরতর আহত হয়েছেন পনেরো জন বরযাত্রী।ওরা সবাই বর্তমানে চিকিৎসাধিন।জানা গেছে শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ গাড়িটি যখন স্থানীয় ২০৮ নং বিকল্প জাতীয় সড়ক ধরে কুকিতলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল তখন সড়কের বাঁক নিতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি।গাড়িটিতে সতেরো জন যাত্রী সহ উপরে ছিল বিয়ের খাট পালঙ্ক ইত্যাদি।

ফলে বাঁক নিতে গিয়ে কুয়াশার কারনে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে গাড়িটি।আর আকাইদুম এলাকায় সড়কের পাশের ছড়ায় পাল্টি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে।এতে কম বেশী আহত হন সব যাত্রীরাই।এদের তেরো জনের অবস্থা সংকটজনক হওয়াতে তাদেরকে করিমগঞ্জ সিভিল হসপিট্যালে প্রেরণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের হয়রানির প্রতিবাদে পথ অবরোধ মতিনগর বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর ।। সোনামুড়ার মতিনগর বাজারে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় ক্ষুব্ধ জনতা। জানা যায়, বাতাদোলা ক্যাম্পের বিএসএফ জওয়ানরা স্থানীয় এক যুবককে অহেতুক আটক করে মারধর করেছে বিএসএফ-এর জওয়ানরা। তাতে এলাকাবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে রবিবার মতিনগর বাজারে মতিনগর-সোনামুড়া সড়ক অবরোধ করে এলাকাবাসী। অবিলম্বে অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে যাতে সাধারণ মানুষের উপর অহেতুক এই ধরনের অত্যাচার সংগঠিত না হয় তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পথ অবরোধ মুক্ত হয়। এদিকে অবরোধের ফলে সোনামুড়া-মতিনগর সড়কে যান বাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

হাওয়াইবাড়িতে কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ ডিসেম্বর।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার হাওয়াই বাড়িতে একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাজা উদ্ধার করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।ট্রাফিক ডিএসপি সোনা চরণ জমাতিয়া নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ হাওয়াই বাড়তে লরিটি আটক করে এই সাফল্য পান।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে লরিটি আসামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

ট্রাফিক ডিএসপি সোনা চরণ জমাতিয়ার কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে একটি লরি গাজা বোঝাই করে আসামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে ট্রাফিক ডিএসপি সনাতন জমাতিয়া তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হাওয়াই বাড়িতে উৎপেতে বসে থাকেন।আগাম খবর অনুযায়ী লরিটি হাওয়াইবাড়িতে এসে পৌঁছলে ট্রাফিক ডিএসপি সোনা চরণ জমাতিয়া লরিটি করেন। নন্দিনী তল্লাশি চালিয়ে মোট ৮০ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা শুকনো গাজার বাজার মূল্য কোটি টাকার উপরে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক ডিএসপি।

লরিটি ও আটক করা হয়েছে লরির চালককেও পুলিশের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। গাঁজা গুলি লরি বোঝাই করে আগরতলা থেকে আসামের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর ফলে গাঁজ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিটিআর-চিফ হচ্ছেন প্রমোদ বড়ো কাল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কোকরাঝারে

গুয়াহাটি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। ৪০ আসনের বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) হচ্ছেন ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর সভাপতি প্রমোদ বড়ো। রবিবার সকালে তাঁর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত অভিনন্দন অনুষ্ঠান তথা সাংবাদিক সম্মেলনে প্রমোদ বড়োর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এদিকে, রাজ্যপাল আগামী ১৫ ডিসেম্বর কোকরাঝারে নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সিইএম হিসেবে শপথ নেবেন প্রমোদ বড়ো।

ইউপিপিএল-এর সঙ্গে জোটবন্ধনে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সম্মতি দেওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ সকালেই কেন্দ্রীয় নেতা তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। আজকের অভিনন্দন সভায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ডানদিকে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, বাঁদিকে ইউপিপিএল-এর সভাপতি প্রমোদ বড়ো, নেডা-র আহ্বায়ক মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিজিপির মন্ত্রী-বিধায়ক এবং বিটিআর-এ নির্বাচিত বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে এই জয় বড়োল্যান্ড এলাকার মানুষের জয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সব-কা সাথ, সহ-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাসের ওপর ভরসা করে জনতা বিজেপি-ইউপিপিএল এবং জিএসপি-র প্রার্থীদের ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছেন। জনতার আস্থা ও বিশ্বাস অটুট রাখতে প্রমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন পরিষদ বদ্ধপরিকর।

প্রসঙ্গত, এবারের বিটিআর নির্বাচনে ১৫ বছরের রাজত্ব খুইয়েছেন হাগ্রামা মহিলারি। হাগ্রামার বিপিএফ ১৭টি আসন দখল করে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে ঘুরে দাঁড়ালেও ম্যাজিক সংখ্যা ২১-এ থেকে চার আসন পিছিয়ে থাকায় পরিষদ গঠন থেকে ছিটকে যান। এবার ইউপিপিএল-এর ১২, বিজেপির নয় এবং গণ সুরক্ষা পার্টির একজনকে নিয়ে বিটিআর-এর পরিষদ গঠন হবে।

আজ সকালে তাঁর অফিশিয়াল টুইটে অমিত শাহ বিটিআর-এর এনডিএ-র সন্তোষজনক জয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, ইউপিপিএলের নেতা-কর্মী, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং সর্বোপরি বিজেপির অসম ইউনিটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। টুইটে তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয় দফা দাবীতে কর্মচারী সমন্বয় কমিটির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে রবিবার আগরতলায় কর্নেল চৌমুহনীতে সমন্বয় কমিটির কার্যালয়ের সামনে ৯দফা দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়। এর অঙ্গ হিসেবে এক ঘন্টার বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে হবে ,রাজ্যে বেতন কমিশনের সুপারিশ গুলি যথাযথ ভবে কার্যকর করতে হবে। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৬৬ ▫ ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২৮ অগ্রহায়ণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ঐক্যের অনুঘটক

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করতে শুরু করিয়াছে।এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি প্রতিদিন তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করিবার ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় সরকারও রীতিমতো হিমশিম খাইতে শুরু করিয়াছে।কৃষক আন্দোলন বিরোধী রাজনৈতিক ঐক্যের অনুঘটক হইয়া উঠিবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সংগঠিত বিক্ষোভ নিঃসন্দেহে শাসকের প্রতিস্পর্ধী রাজনীতিকে একটি মঞ্চ সরবরাহ করিয়াছে। মঞ্চটি জোরদার এবং সম্ভাবনাময়। কৃষকদের সপক্ষে সমবেত বিরোধী দলগুলির নানা বিষয়ে মতানৈক্য আছে, স্বার্থের বিভিন্নতা আছে, এমনকি বৈপরীত্যও। কিন্তু তাহাতে এই বিশেষ প্রশ্নটিতে সমস্বর হইতে তাহাদের বাধে নাই। অন্য দিকে, আন্দোলনকারী কৃষকরা জানাইয়া দিয়াছেন, বিরোধীরা স্বাগত, কিন্তু রাজনৈতিক পতাকা লইয়া যেন তাঁহারা না আসেন। তাঁহাদের দিক হইতে এই অবস্থান গ্রহণের কারণ সহজবোধ্য, তবে এই ‘শর্ত’ বিরোধী দলগুলির পক্ষেও এক অর্থে সুবিধাজনক, কারণ দলীয় পরিচয়ের অভিজ্ঞানটি আড়ালে থাকিলে নিজেদের বিভেদ সরাইয়া রাখিয়া ‘বিষয়-ভিত্তিক’ ঐক্য ঘোষণা ও অনুশীলন করা অনেক সহজ হয়। এই অনুশীলন বিরোধী রাজনীতির প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাও সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা, যে গণতন্ত্র বহু স্বার্থ এবং বহু স্বরকে সম্মান জানাইয়াই তাহাদের মধ্যে প্রতিস্পর্ধী সমন্বয় সাধন করিতে পারে।

সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে এই প্রতিস্পর্ধী সমন্বয় কেবল সমাদরণীয় নহে, অপরিহার্য। নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি যে শাসনধারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, নিরঙ্কুশ একাধিপত্যই তাহার ধর্ম। এক দেশ, এক দল, এক নায়ক ইহাই সেই ধর্মের অদ্বিতীয় মন্ত্র। শরিক বা মিত্রদের পক্ষেও এই একতন্ত্র ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে, কৃষি আইন উপলক্ষে তাহা এখন স্পষ্ট। আবার, শাসক দলের মধ্যেও ভিন্নস্বরের কোনও স্থান নাই। কৃষি বিল যে ভাবে পাশ করানো হইয়াছে, তাহা এই মানসিকতার একটি দৃষ্টান্ত। আইন প্রত্যাহারের দাবিতে কৃষকদের অনমনীয় অবস্থানটি এই অসহিষ্ণু আধিপত্যবাদেরই প্রতিক্রিয়া। প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে নিউটনের তৃতীয় সূত্র স্মরণ করিতে পারেন।এমন নাছোড় বিরোধিতার অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার পরে তিনি এবং তাঁহার সহযোগীরা গণতান্ত্রিক আলোচনার নূতন ধর্ম অভ্যাস করিতে চাহিবেন, তেমন ভরসা কম। শাসকের সর্বগ্রাসী আধিপত্য হইতে গণতান্ত্রিক পরিসরটিকে রক্ষা করিবার প্রধান দায় বিরোধীদেরই।

সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বিরোধী রাজনীতির সমন্বয় অপরিহার্য। বিভিন্ন সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী বা বর্গের উপর আধিপত্য জারি করিতে চাহিতেছে, অন্যদের হয়তো সেই বিশেষ নীতি বা সিদ্ধান্তে সরাসরি কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহার ক্ষতি, কেবল সে-ই প্রতিবাদ করিবে, এই মানসিকতা অনুসরণ করিয়া চলিলে গণতান্ত্রিক প্রতিস্পর্ধার পরিসরটিই বিনষ্ট হইতে বাধ্য। মোদী-শাসিত ভারতে সেই পরিসর অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়াছে। তাহার পিছনে বিরোধীদের ক্ষুদ্রস্বার্থ-কেন্দ্রিক আচরণের দায় কম নহে। কৃষক আন্দোলন সেই ধারায় পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে। বিরোধী শিবিরের একটি বড় অংশ নিছক গোষ্ঠীস্বার্থের বলয়ে সীমিত না থাকিয়া শাসকের অসহিষ্ণু দাপটের বিরুদ্ধে সরব ও সক্রিয় হওয়ার দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইয়াছে। এই পরিবর্তন বিরোধী রাজনীতির উত্তরণে পরিণত হয় কি না, তাহার উপরে গণতান্ত্রিক ভারতের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। গোটা দেশ জুড়িয়া কৃষক আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার ধারণ করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রতিটি রাজ্য হইতেই বিরোধী দলগুলি নানা পর্যায়ে আন্দোলন সংগঠিত করিতে শুরু করিয়াছে। আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতেও আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি প্রতিদিন বিস্তৃত হইতেছে। কৃষক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে সেটাই এখন দেখিবারর বিষয়।

বিশ্বভারতীর উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও অনুপম হাজরারা

শান্তি নিকেতন, ১৩ ডিসেম্বর (হি স): বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে আচার্য তথা দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভ্যারচুয্যাল অনুষ্ঠান নিয়ে আগে উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও অনুপম হাজরারা। রবিবার তাঁরা উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন।

পরে বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি। সেখানে অনুপম হাজরা বলেন, বিশ্ব ভারতীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শতবর্ষ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল ভাষণ দেবেন বিশ্ব ভারতীর আচার্য তথা দেশের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেব্যাপারেও আলোচনা হয়। কিভাবে হবে, কতজন উপস্থিত থাকবেন তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী ২০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বোলপুরে আসবেন।তিনি বিশ্বভারতী ঘুরে দেখবেন। সম্ভবত তিনিও উপাচার্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে পারেন বলে জানা গেছে।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন আগে তারাপীঠে পুজো দিয়ে শান্তিনিকেতনে যাবেন। তারপর বোলপুরে রোড শো হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রোড শো শেষে বক্তৃতা ও দিতে পারেন বলে জানান বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন বিশ্ব ভারতীর ঐতিহ্য শাসকদলের লোকজন নষ্ট করছে বলে অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা।তিনি বলেন, শাসক দলের মদতে যে ভাবে বিশ্ব ভারতী পাঁচিল ভাঙা হয়েছে তা ও আলোচনায় উঠে আসে।

তারপরই সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন বিজেপি সাংসদ স্বামী সুব্রমণিয়ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জাতীয় সঙ্গীত পাল্টানোর দাবি করেছেন। সেক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রশ্নে দলের দৃষ্টি কোন কী তা এড়িয়ে অনুপম হাজরা বলেন, স্বামী সুব্রমণিয়ম যা বলেছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ বা জে পি নাড্ডা কিছু বললে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। পরে তিনি অনুব্রত মণ্ডলকে আক্রমন করে বলেন, ’অনেক অতিষ্ঠ করেছেন। বীরভূমকে অনেক জ্বালিয়েছেন। অনেক কায়দায় বোমা ছুড়েছেন। এবার বয়স হয়েছে। সঠিক সময় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। বীরভূমে তৃণমূলের ক্ষমতা থাকবে না। এটা দেখতে খারাপ লাগবে। তাই এটাই সঠিক সময় উনার অবসর নিয়ে নেবার। কাকু (অনুব্রত মণ্ডল) অনেক বাতাসা খাইয়ে অনেক কিছু করত। এবার কোনও স্ট্রাটেজি কাজ করবে না।’ এদিন বোলপুরে দলীয় কর্মসূচিতে এসে বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অনুপম হাজরা আজ এভাবেই অনুব্রত মণ্ডলকে সমালোচনা করলেন । অনুপম হাজরা আরও বলেন, ’এবার আমরা নিশ্চিত করব মানুষ যাতে নিজের ভোট নিজে দিতে পারে। তার জন্য যদি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হয় তাই করব।’

ব্লিচিং ছড়াতে আসছেন অমিত শাহ : অনুপম

শান্তি নিকেতন, ১৩ ডিসেম্বর (হি স): যেখানে পিঁপড়ে বেশি, সেখানে ব্লিচিং পাউডার ছড়াতে হয়। রাজ্যের কয়েকটি জেলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আসছেন। তারমধ্যে বীরভূম একটি। বোলপুর বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। রবিবার বিশ্ব ভারতীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আগে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করলেন কৈলাস বিজয় বর্গীয় ও অনুপম হাজরারা। এদিন তাঁরা উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন। পরে বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি। সেখানে অনুপম হাজরা বলেন, বিশ্ব ভারতী পাঁচিল ভাঙা ছাড়াও বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। বিশ্ব ভারতীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শতবর্ষ অনুষ্ঠানে।

বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় আরও কার্যকারী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার

অনুভব বেরা

মানুষের স্বার্থে অরণ্যের সঙ্কোচন, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত বা অপব্যবহার চোরাশিকার এবং সর্বোপরি বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ক্রমাগত উদ্বেগজনকভাবে কমছে। রাষ্ট্র সংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সরকারি, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বন্যপ্রাণী রক্ষায় অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। বন্যপ্রাণী রক্ষা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে ২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে ৩ মার্চ দিনটিকে বিশ্ব প্রাণী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হবে। অরণ্যের প্রাণী ও উদ্ভিদের উপযোগিতা ও তাদের অস্তিত্বের সংকট নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে এই দিনেই বিপন্ন বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই সময় থেকে প্রতি বছর বিশ্ব বন্যাপ্রাণী দিবসে এক একটি থিম নির্ধারণ করে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়ার পরস্পরা শুরু হয়েছে। ২০১৮-র থিম ছিল বিপন্ন বড়ো বিড়াল জাতীয় শিকারী প্রাণী সংরক্ষণ। ২০১৯এ বন্যবাপ্রাণী দিবসের থিম ছিল জল অতলোর প্রাণ মানুষের ও পৃথিবীর স্বার্তো রকম প্রকল্প, সচেতনতা মূলক কর্মসূচি, আইনের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা চললেও বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ কমছে কই? সম্প্রতি আয়োজিত আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারেভশন অব নেচার রেড লিস্ট তালিকা ভুক্ত প্রাণীর নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে নতুন করে যোগ হয়েছে সংকটাপন্ন ১৮৪০টি প্রাণীর নাম। তাদের পর্যবেক্ষণ হল প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষ এমনভাবে কাজে লাগাচ্ছে মানুষ তাতে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন প্রাণী বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আগের তালিকায় যতগুলো প্রজাতির নাম ছিল তাদের মধ্যে ৭৩টি প্রজাতির অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে মধ্যবর্তী সময়ে। নির্বিশেষে অরণ্য ধ্বংস করা হচ্ছে নগারায়নে, খনি নির্মাড়ে, সড়ক নির্মাণে। বিরাট বনাঞ্চল ধ্বংস করতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খোদ আমাজনের বিপুল অংশে থাকা বন্যপ্রাণী যেভাবে দাবানলে ধ্বংস

হয়েছে তাতে লজ্জিত হওয়া উচিত মানবজাতির। বন্যপ্রাণী কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল চোরাশিকার ও পাচার। অবৈধ বন্যপ্রাণী ও তাদের দেহাংশের পাচারের কারণ হলি বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের একটি দৃশ্যমান ও দ্রুত প্রসারিত চাহিদা, যেমন বুশমিট, ক্ষুদ্র অলংকার, পোষাক, টুপি, দাবার সেট বিভিন্ন সৌখিন জিনিস ট্র্যাডিশনাল ওষুধ ট্রফি ইত্যাদি ইত্যাদি। আফ্রিকার অনেক জায়গায় অবৈধ বন্যপ্রাণীর প্রধান চাহিদা বুশমিচ গ্রহণ থেকে আসে। প্রোটিনের উৎস বন্যপ্রাণীই পছন্দ এবং প্রাইমেট বর্গের প্রাণীগুলোকে একটা স্বাদযুক্ত খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতি বছর শুধু আফ্রিকায় চোরাচারালের মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার বানরকে হত্যা করা হয় এবং খাওয়া হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পাচারকারী প্রাণী হল প্যাঙ্গোলিন।

বহিরাগত পোষা প্রাণীগুলো তাদের স্থানীয় পরিবেশ থেকে ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে পাচার করা হয় এবং এদেরকে অভিজাত পরিবারে কিংবা সার্কাসে বিক্রি করার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। ড্রাগন, গেকো, স্বারলেট ম্যাকাও, কিছু প্রজাতির ফ্যালকন বিক্রি ও পাচার করা প্রাণীদের সবচেয়ে বড় অংশ দখল করে থাকে। হামিং বার্ড থেকে শুরু করে টিয়া পাখি ও হারপি পাখি এই তালিকায় আছে। দুই মিলিয়ন থেকে পাঁচ মিলিয়ন বন্যপাখি বিশ্বব্যাপী অবৈধভাবে লেনদেন হয়। সংখ্যাটা বাড়লে আশ্চর্য হব না।

অবৈধভাবে পাচারকৃত বন্যপ্রাণীদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বিরাট এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদক ও বেআইনি অস্ত্র পাচারের পরেই চোরা শিকার এবং তার পাচার হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বিশাল অনৈতিক বাণিজ্য, বন্যপ্রাণীর শিকার ও পাচার সরাসরি বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে জীববৈতিত্র্যের প্রভাব ফেলে। নির্দিষ্ট কিছু প্রাণীর শিকার ও পাচারকারীদের চাহিদা থাকার কারণে, গত ১০০ বছরে পশ্চিম আফ্রিকার কালো গণ্ডার প্যাসেঞ্জার পায়রা, পাইরেইয়ান ইবক্স, লালামাথা যুক্ত ম্যাকাও হারিয়ে গেছে। বন্যপ্রাণীর শিকার ও পাচার একটি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক সংকট। ভারত ও এর ভুক্তভোগী। ভারতে বন্যপ্রাণী বাঁচাতে সেই কবে ১৯৭২ তৈরি হয়েছিল বন্যপ্রাণী রক্ষা আইন। তারপর বিভিন্ন পরিবর্তিত আইন এসেছে। তৈরি হয়েছে পরিবেশ ও বনজ সম্পদ রক্ষা আইন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাতেও রক্ষা করা যাচ্ছে না বন্যপ্রাণ ও বনজ সম্পদ। সম্প্রতি বন্যপ্রাণীর চোরচালান সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বন্যপ্রাণীর চোরা শিকারও তার দেহাংশের অবৈধ পাচারে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা উদ্বেগজনক। সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে যে বিপুল পরিমাণ বন্যপ্রাণী ও তাদের দেহাংশ ধরা পড়েছে তার নিরিখে সরকারি পরিসংখ্যান সেই কথা বলছে। তবে অনেকের মতে বাস্তবে ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ ধরা পড়েছে। বাকিটা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণী রক্ষা ও পাচার রুখতে বনদফতরের সাথে ওয়াইল্ড লাইফ কন্ট্রোল ব্যুরো, ডি আর আই, স্পেশাল টাক্স পোর্স প্রভৃতি সংস্থা কাজ করছে। সম্প্রতি তাদের বিভিন্ন অভিযানে নানা ধরনের বিরল প্রজাতির পাখি, হুলুক গিবন, টোকো গেকো, পাম স্কুইরাল, রেজি, তক্ষক, অন্যান্য প্রজাতির প্রাণী হাতির দাঁত উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য কয়েক কোটি টাকা হতে পারে। স্থানীয়ভাবে বন্যপ্রাণীও তার দেহাংশের বিশাল বাজার দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে চিনে আছে। ওখানে আন্তর্জাতিক আইনকে বনো আঙুল দেখিয়ে চলছে রমরম করছে এইসব ব্যবসা। জানা যায় বনরুই বা প্যাঙ্গোলিনের আশ, গণ্ডারের খড়গ, বাঘের দাঁত, হাড়, ভল্লুকের মল দিয়ে ওষুধ তৈরি হয়। এছাড়া মাংস ও বিভিন্ন সৌখিন সামগ্রীর জন্য চোরাচালান হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের বিরাট বনাঞ্চলগুলো এখন পাচারকারিদের বেশি নজর। উল্লেখ্য একটি তক্ষকের দাম তিন লাক টাকা, এককেজি বেজির লোম এক কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। বিপুল পরিমাণ অর্থের লোভ দেখিয়ে স্থানীয় মানুষকে কাজে লাগিয়ে পাচারকারীরা কাজ হাসিল করে দিচ্ছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। বন্যপ্রাণী যে কোনও রাষ্ট্রে সম্পদ। আমাদের টিকে থাকার জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় এদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই এদের রক্ষা করতেই হবে। বন্যপ্রাণীকে যথেচ্ছভাবে হত্যা করার পরিনাম কী হতে পারে করোনা ভাইরাস তা দেখাচ্ছে। বন্যপ্রাণী রক্ষায় মানুষকে আরও সচেতন করা দরকার। মানুষ চেষ্টা করলে পাবে বন্যপ্রাণ রক্ষা করতে। আইইউসিএন তাদের শেষ প্রতিবেদন দশটি এমন প্রাণী উল্লেখ করেছে যারা মানুষের চেষ্টায় বিলুপ্তির দরজা থেকে পিরে এসেছে। যাদের মধ্যে আছে গুঁযাম রেল এর মতো জলচর পাখি। উড়তে অক্ষম এই পাখিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘটনাচক্রে গুয়ামে পৌঁছানো এক সাপের কারণে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। অবস্থা ফিরেছে মরিশাসের পাখি ইকো প্যারাকিটের, অস্ট্রেলিয়ার মিঠাজলের বাসিন্দা দুটো মাছের। বন্যপ্রাণী বাঁচাতে পাশে থাকা মানুষের আয়ের ব্যবস্থা সুনিশ্চত করতে হবে তাতে চোরা শিকার কমবে। এই ব্যাপারে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কর্মসূচিকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আরও শক্তিশালী করা দরকার। সর্বোপরি বনদফতরের পর্যাপ্ত কর্মী, বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে সমন্বয়, আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে বন্যপ্রাণীজের অনেকাংশেই রক্ষা করা সম্ভব হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

টার্ম ইনসিওরেন্সের অ-আ-ক-খ

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

মনসা মঙ্গলের লখীন্দর জানতেন তার কীভাবে মৃত্যু হবে, আর এজন্য ছিদ্রহীন লোহার ঘর তৈরি করেও মৃত্যুকে আটকাতে পারেননি। পরের কাহিনি অন্য। গল্প, কাহিনি থেকে সরে এসে বাস্তবের মাটিতে পা দিই। কেউ জানেন না কার কখন কীভাবে জীবনদীপটি দপ করে নিভে যাবে। এই অনিশ্চয়তাই জন্ম দেয় হাজারো চিন্তার। আর চিন্তার জালে উঠে আসে অনেক ভাবনার-ও তার মধ্যে অবশ্যই অনেকটা জুড়ে থাকে আপনজন, পরিবারের ভালমন্দের কথা। আর সেই মানুষটিই যদি হোন পরিবারের ছাতা বা রোজগেরে মানুষ, ধিনি সংসারের হালটি ধরে রেখেছেন। তীর চিন্তার মাত্রা আরো বেশি, যদি না দ্বিতীয় কেউ থাকেন যিনি সংসারের হালটা ধরে রাখতে পারবেন।

এই চিন্তাভাবনা থেকে সঞ্চয়, লগ্নি। কিন্তু সঞ্চয়, লগ্নির ডালি তো একদিনে ভরে না। অল্প অল্প সঞ্চয়ে লক্ষ্মীর ঝাপি ভরে। তিলে তিলে আর্থিক সুরক্ষার বর্ম গড়ে তোলার সময় যদি না পাওয়া যায়, তার আগেই যদি কিছু অঘটন ঘটে যায়, তবে কি আপনজনরা আর্থিক দৈন্যে অকুলপাথারে ভেসে যাবে। আর এই ভাবনা থেকেই আসে জীবনবিমার কথা। মেয়াদি আমানত, মিউচুয়াল ফান্ড, গোল্ড বন্ড, জীবনবিমার কয়েকটি প্রকল্প, যেখানে মেয়াদ শেষে বা কিছুদিন অন্তর অন্তর বিমাকারী টাকা পেয়ে থাকেন। এগুলি আমাদের আর্থিক সুরক্ষাবর্ম বাপরিচিত। কিন্তু এ সুরক্ষা গড়তে সময় লাগে, গড়ে তোলার আগেই সুরক্ষা বলয় তৈরির লোকটির যদি কিছু হয়ে যায়, তবে পরিবারের মাথায় ছাতা ধরবে কে? জীবন বিমার কিছু প্রকল্প অবশ্যই পরিবারের রোজগারে মানুষের অবর্তমানে সুরক্ষার ছাতা পরিবারের মাথায় ধরতে পারে। কিন্তু আজকে আমরা বিমার একটি

প্রকল্পের কথা উল্লেখ করব যা আমাদের অতি পরিচিত পলিসিগুলির থেকে কিছুটা আলাদা। এর নাম টার্ম ইনসিওরেন্স।

চরিত্রগত পার্থক্য: প্রথমেই আমরা টার্ম ইনসিওরেনসের সঙ্গে বাজারের চলতি বিমা পলিসির চরিত্রগত মূল পার্থক্যের দিকে নজর দেব। দেশি জনপ্রিয় বিমা পলিসিগুলিতে বিমার প্রিমিয়াম কিস্তি বা বিমার মেয়াদ শেষের আগে বিমাকারী মারা গেলে তার মনোনীত জন বা নমিনি বিমার টাকা পেয়ে যান। আবার মেয়াদ শেষে বিমানকারী বেঁচে থাকলে তিনি টাকা পেয়ে যান বোনাস সহ। টার্ম ইনসিওরেন্স এসব থেকে আলাদা। এখানে বিমাকারী বেঁচে থাকলে বিমার কোনো টাকাই পাওয়া যায় না। একমাত্র তবে তার নমিনি বিমাকৃত অর্থ পান। অর্থাৎ বেঁচে থাকলে বিমার টাকার প্রাপ্তি শূন্য, এমনকী প্রিমিয়াম বাবদ দেয় টাকাও ফেরত পাওয়া যায় না। এক কথায়, বেঁচে থাকলে টার্ম ইনসিওরেন্সের কোনো টাকাই ফেরত আসে না।

আপাতত দৃষ্টিতে যা জলে গেল বলে মনে হচ্ছে। ভয়ঙ্কর সেদিন যদি সত্যিই তবে পরপারে যাবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি পরিবারের আর্থিক সুরক্ষার ছাতাটি খোলা আছে জেনে বোধহয় স্বরি অনুভব করবেন। কারণ তিনি জানেন সঞ্চয়ের ঘর শুন্য হলেও তার অনুপস্থিতি পরিবারের সব আর্থিক দায়দায়িত্ব মেটানো যাবে টার্ম ইনসিওরেন্সের বিমার টাকায়।

কেন টার্ম ইনসিওরে : বেঁচে থাকলে যখন কোনো রিটার্ন পাওয়া যায় না তখন সেই বিমা করলে কী লাভ এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিভেদে তফাৎ হতে পারে। তবুও টার্ম ইনসিওরেন্সের কিছু সুবিধা আছে, যা অন্যান্য বিমায় পাওয়া যায় না। এবার দেখে নেওয়া যাক সেই সুবিধাগুলি।

সহজ, সরল পলিসি : বাজারে প্রচলিত যেসব এনডাওমেন্ট প্ল্যান রয়েছে তা কিন্তু খুব সহজ, সরল নয়। যেমন বিমার অঙ্ক, হবে-এসব ভাবনাচিন্তা না করে কোনো এনডাওমেন্ট প্ল্যান বাছাই করা সম্ভব নয়। দেয় অর্থতসঞ্চয় হিসাবে কত রিটার্ন দিচ্ছে সেপ্রশ্নও।

অন্যদিকে টার্ম ত্তইনসিওরেন্স (সোজাসাপ্টা। এত টাকা বার্ষিক প্রিমিয়াম,এত টাকার সুরক্ষা বা ববারেজ। আর কোনো হিসেবনিকেশ নেই।

কম প্রিমিয়াম : এনডাওমেন্ট প্ল্যানের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রিমিয়াম এখন বেশ বেশি। সেদিক থেকে অনেকটা কম। মেয়াদকালে এক থাকে। একটি উদাহরণ তুলে ধরলে বিষয়টি আরো সহজ হবে। ধূমপায়ী নন এমন কোনো যুবক টার্ম ইনসিওরেন্স করলেন বিমার পরিমাণ ১ কোটি টাকা। তার বার্ষিক প্রিমিয়াম হবে প্রায় ৯ হাজার টাকার কাছাকাছি। অন্যদিকে ৩০ বছরের ওই যুবক যদি এক কোটি টাকার কোনো প্রিমিয়াম দিতে হবে প্রায় এক লক্ষ টাকা (আনুমানিক)। অর্থাৎ, প্রিমিয়াম বিচার করলে

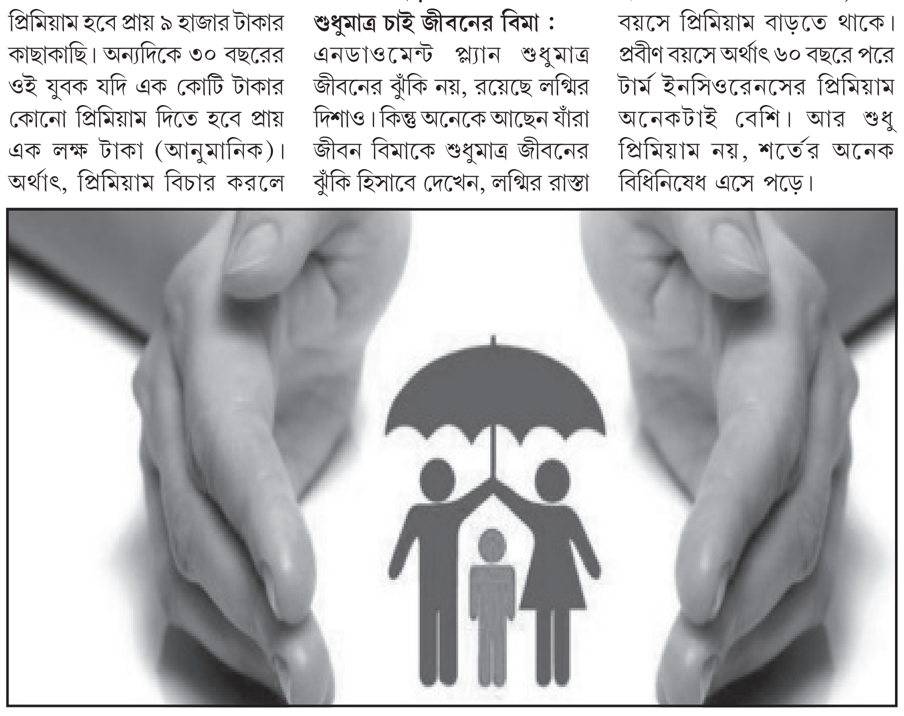

শুধুমাত্র মৃত্যুর বিমা! হিসাবে ভাবলে টার্ম ইনসিওরেন্স অনেক ভালো পছন্দ হতে পারে। বয়স কম, ধূমপায়ী না হলে আরো ভালো। এছাড়া প্রিমিয়ামের হার মেয়াদকালে পরিবর্তন হয় না।

আয় কম, কিন্তু চাই বিমার কভারেজ : সীমাবদ্ধতার জন্য জীবন বিমার কোনো এনডাওমেন্ট প্রকল্প করতে পারছেন না শুধুমাত্র প্রিমিয়ামের বড় অদের কথা ভেবে। কিন্তু পরিবারের কথা ভাবলে জীবন বিমার প্রয়োজন। তার অবর্তমানে করতে পারে টার্ম ইনসিওরেন্সও যার একই।

গৃহ, ব্যবসার ঋণ : পরিবারের একমাত্র কর্তা, যাকে প্রয়োজনে গৃহঋণ বা ব্যবসা ইত্যাদির কারণে ঋণ নিতে হয়েছে। হঠাৎ তীর কিছু ঘটে গেলে পরিবারের পক্ষে দেনার দায় মেটানো সম্ভব হবে না। এরকম ক্ষেত্র টার্ম ইনসিওরেন্স থেকে প্রাপ্ত টাকা (অবশ্যই কর্তার মৃত্যু হলে) পরিবারকে দেনার দায় মেটাতে সাহায্য করতে পারে। ঝুঁকির কাজে : অনেক সংস্থা আছে যেখানে কাজের প্রতিটি ধাপেই আছে ঝুঁকি - মৃত্যুর হাতছানি। এরকম সংস্থার কর্মীদের জন্য অল্প খরচে জীবন বিমার সুযোগ পৌছে দেওয়া সম্ভব। সংস্থা প্রিমিয়াম বাবদ আয়করে ছাড়ও পেয়ে যায়।

শুধুমাত্র চাই জীবনের বিমা : এনডাওমেন্ট প্ল্যান শুধুমাত্র জীবনের ঝুঁকি নয়, রয়েছে লগ্নির দিশাও। কিন্তু অনেকে আছেন যাঁরা জীবন বিমাকে শুধুমাত্র জীবনের ঝুঁকি হিসাবে দেখেন, লগ্নির রাস্তা হিসাবে নয়। কারণ তীরা প্রিমিয়ামের টাকা অন্যত্র ব্যবহার করতে চান, এজন্য তারা টার্ম ইনসিওরেনসে অল্প প্রিমিয়াম দিয়ে জীবনের ঝুঁকির কভারেজ বেছে নিতে পারেন, লগ্নির জন্য নিজস্ব রাস্তায় হাটতে পারেন. এনডাওমেন্টের প্রিমিয়ামের বাড়তি টাকা না গুণে।

আজ নয়, কাল এনডাওমেন্ট প্ল্যান :

আজ হয়ত কোনো কারণে এনডাওমেন্ট প্যান করা সম্ভব হচ্ছে না, ইচ্ছে আছে আগামীদিনে করার। জীবনের ঝুঁকির কোনো বিমা নেই ভাবতে ভয় করে। হঠাৎ কিছু ঘটে গেলে পরিবারের আপনজনের কী হবেষ এরকম পরিস্থিতিতে অক্ষ প্রিমিয়ামে কোনো টার্ম ইনসিওরেন্স বেছে নিয়ে সুবিধামতো সময়ে তা এনডাওমেন্ট পলিসিতে পরিবর্তিত বা কনভার্ট করে নেওয়া যায়। আর এজন্য চিকিৎসা-পরীক্ষা নতুন করে করাতে হয় না। অর্থাৎ এ-কুল ও-কুল দু-কুল বজায় রাখা সম্ভব। এতক্ষণ আমরা টার্ম ইনসিওরেন্স কেন করব তার কথা উল্লেখ করলাম। এবার আমরা আসব সীমাবদ্ধতার কথায়।

বয়স বেশি হলে : কম বয়সে টার্ম ইনসিওরেনের প্রিমিয়াম কম, বেশি বয়সে প্রিমিয়াম বাড়তে থাকে। প্রবীণ বয়সে অর্থাৎ ৬০ বছরে পরে টার্ম ইনসিওরেনসের প্রিমিয়াম অনেকটাই বেশি। আর শুধু প্রিমিয়াম নয়, শর্তের অনেক বিধিনিষেধ এসে পড়ে।

সঞ্চয়ের মাধ্যম নয় : আমরা আগেহ বলেছি যে সঞ্চয় বা পড়াশোনা, বাড়ি করা, বিয়ে ইত্যাদির জন্য টাকা জমানো যদি উদ্দেশ্য হয় তবে তাদের জন্য টার্ম ইনসিওরেন্স একেবারেই নয়। না মারা গেলে টার্ম ইনসিওরেন্দ থেকে কোনো প্রাপ্তিযোগ নেই। সম্পদ সৃষ্টির মাধাম নয় এই বিমা।

বাজার চলতি, টার্ম ইনসিওরেক্স : সাধারণভাবে টার্ম ইনসিওরেন্স অন্যান্য লগ্নির মতো, কোনো রিটার্ন দেয় না। একমাত্র বিমাকারীর বিমার মেয়াদকালে মৃত্যু হলে নমিনি বিমাকৃত অর্থ পেয়ে থাকেন, এটা আমাদের এখন জানা। বাজারে এই ধরনের বিমাকে পোশাকি ভাষায় বলা হয় লেভেল টার্ম পলিসি।

শুধু এই ধরনের পলিসি নয়, এখন অন্য ধরনের কিছু টার্ম ইনসিওরে আছে যা মেয়াদ শেষে বিমাকারীকে প্রিমিয়ামের টাকা ফিরিয়ে দেয়। এই প্ল্যান হল রিটার্ন

অফ প্রিমিয়াম প্ল্যান বা ১৭০৭উ বিমার মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাবার পর বিমাকারী যদি জীবিত থাকেন তবে প্রিমিয়াম বাবদ দেয় তিনি ফেরত, পেয়ে যান। অর্থাৎ এই প্ল্যান লেভেল টার্ম পলিসির ঠিক বিপরীত। অঙ্ক টার্ম প্ল্যানের চেয়ে বেশি হয়। আমরা আরো কয়েক ধরনের টার্ম প্ল্যানের কথা তুলে ধরব যে সব প্ল্যানের রকমফেরে বাড়তি প্রিমিয়াম গুণতে হয়।

মেয়াদি পরিকল্পনা : এই প্যানে প্রিমিয়ামের টাকা এক রেখে বিমার

অর্থরাশি বৃদ্ধি করতে পারেন। এই প্যানের ঠিক বিপরীত প্ল্যান হ্রাস মেয়াদি প্ল্যান”। বার্ষিক ভিত্তিতে এখানে বিমাকৃত অর্থরাশি কমিয়ে আনা হয়। গৃহ, শিক্ষা বা ব্যবসায়িক কারণে বেশি ঋণ নিলে অনেকে এই ধরনের প্ল্যান বেছে নেন। ঋণশোধের সঙ্গে ঝুঁকি কমতে থাকায় বিমাকৃত অর্থরাশি কমিয়ে আনা হয়।

পরিবর্তনযোগ্য প্ল্যান : এই ধরনের টার্ম ইনসিওরেন্স বাছাই করলে বিমার মেয়াদকালেও অন্য কোনো বিমা বেছে নিতে পারেন। যেমন কোনো ব্যক্তি ৩০ বছরে মেয়াদকালে কোনো টার্ম ইনসিওরেন্স করালেন, কয়েক বছর পরে তিনি টার্ম প্ল্যান ইচ্ছে করলে এনডাওমেন্ট প্যানে রূপান্তরিত করে নিতে পারেন। রাইডার্স সহ টার্ম প্যান : এই টার্ম প্যানে বাড়তি প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি, দর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, অক্ষমতা কভারেজ নেওয়া যায়।

আয়করে ছাড় : এনডাওমেন্ট প্ল্যান বা ইউলিপে যেমন আয়করে ছাড় পাওয়া যায়, টার্ম ইনসিওরেলে ঠিক সেরকম ছাড় পাওয়া যায় আয়কর আইনের ৮০সি ও ১০ডি ধারায়। আমরা আলোচনা শেষ করব সময় কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে কথা বলে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় এল ত্রিপুরা ব্লাইড এসোর বার্ষির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ে টিটেনাস প্লাস টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভা

শিলচর (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলায় টিটেনাস প্লাস টিকা দেওয়ার জন্য জেলা টাস্কফোর্স কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাছাড়ের জেলা উন্নয়ন আয়ুক্ত জেসিকা লালসিমের পৌরোহিত্যে আয়োজিত সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য) সুমিত সাত্তায়ন, অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব রায়ও উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে শিলচর সিভিল হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. এসকে রায় পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে টিডি ভ্যাকসিন সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। সকল স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ১০ থেকে ১৬ বছর বয়সের ৬৮,৬৫৭ জন শিশুর টিটেনাস প্লাস টিকা প্রদানের নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের কর্মসূচির তথ্য দিয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য) সুমিত সাত্তায়ন। ৬৮,৬৫৭ শিশুর মধ্যে বিক্রমপুর বিপিএইচসির আওতায় ৫,২০০জন, বড়খলা বিপিএইচসির আওতাধীন ৮,৪৫৯ জন, ধলাই বিপিএইচসির অধীনে ১০,১০১ জন, হরিনগর বিপিএইচসির অধীনে ৪,৭৯২, জালালপুর বিপিএইচসির অধীনে ৭,৬২৭, লক্ষ্মীপুর বিপিএইচসির অধীনে ১০,১৪০, সোনাই বিপিএইচসির অধীনে ১১,৭২০, উধারবন্দ বিপিএইচসির অধীনে ৬,৮৫৪ জন এবং শিলচর আরবানের অধীনে ৩,৭৬৪ জন শিশুকে আওতায় আনা হবে। ২০ দিনের টিকা অভিযান আগামীকাল সোমবার থেকে শুরু হবে।

অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য) সুমিত সাত্তায়ন বলেন, টিটেনাস এবং ডিপথেরিয়ার জন্য টিডি ভ্যাকসিন ১৪ ডিসেম্বর থেকে তিন সপ্তাহের জন্য বিশেষ শিবির শুরু হবে। এজন্য ২,৭০০টি সেন্টার চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্য সংস্থা, স্কুল ইত্যাদি রয়েছে। লক্ষ্য ১০ এবং ১৬ বছর বয়সি শিশুরা। এই বয়সের মধ্যে সমস্ত বাচ্চাদের টিকা দেওয়া খুব জরুরি। ভ্যাকসিনটি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তাই ওই বয়সের মধ্যে সমস্ত শিশুর টিকা দেওয়া উচিত।

সভায় জেলা উন্নয়ন আয়ুক্ত জেসিকা লালসিম বলেন, স্বাস্থ্য দলকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে এবং নির্ধারিত বয়সের বাচ্চাদের টিকাদান নিশ্চিত করতে হবে। জেলা টিকাদান কর্মকর্তা ডা. রজত দেব বিপিএইচসির সমস্ত ইনচার্জকে কোনও শিশু যাতে টেটোনাস টিকা থেকে বাদ না যায় তা নিশ্চিত করতে বলেন। এনএইচএম-এর জেলা মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী বলেন, টিকাকরণ অভিযানে প্রচারের ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। টিকা দেওয়ার বিষয়ে কিছু ধারণা ও ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে যা টিকা প্রচারের বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। টিকাদান সম্পর্কিত যে কোনও অপপ্রচার থেকে জনসাধারণকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, টিকা ছাড়া শিশু কেবল নিজেরাই নয় সমাজের জন্যও হুমকিস্বরূপ। যেহেতু শিশুরা এ ধরনের রোগ ছড়ানোর বাহক হতে পারে। স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. সুদীপজ্যোতি দাস, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, নীলাঞ্জন গুপ্ত এবং বিভিন্ন মিডিয়া হাউসের সাংবাদিকরাও বৈঠকে অংশ নেন।

আইআইটির প্রাক্তনী মণীশ কুমার পেতে চলেছে যশবন্ত রাও কেলকার

পাটনা, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিহারের বৈশালী জেলার মণীশ কুমারকে যশবন্ত রাও কেলকার যুব পুরস্কার ২০২০ সম্মানে ভূষিত করা হবে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর নাগপুরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর ৬৬ তম সম্মেলনে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। পুরস্কার স্বরূপ তিনি পাবেন এক লক্ষ টাকা, মানপত্র এবং স্মারক।

বিদ্যার্থী পরিষদের আঞ্চলিক নেতা (বিহার- ঝাড়খন্ড) নিখিল রঞ্জন জানিয়েছেন তরুণ প্রজন্মকে কৃষিক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জন্য এবং জৈব চাষ ও অন্যান্য পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে উৎসাহিত করার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয় প্রতি বছর। সামাজিক কাজকর্মের যারা বিশেষ অবদান রাখে এবং গ্রামীণ উন্নয়নের স্বপক্ষে যারা তাদেরকে এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যশবন্ত রাও কেলকারের স্মরণে এই পুরস্কার ১৯৯১ সাল থেকে দিয়ে আসা হচ্ছে। প্রতিবছর এই পুরস্কার যৌথভাবে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং বিদ্যার্থী নিধি ট্রাস্ট দিয়ে থাকে। পুরস্কার প্রাপক মণীশ কুমারকে ইতিমধ্যেই অভিনন্দন জানিয়েছেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর জাতীয় সভাপতি সুভাইয়া সম্মুগাম, সাধারণ সম্পাদক নিধি ত্রিপাঠি, সংগঠনের বিহার রাজ্য সভাপতি শৈলেশ্বর প্রসাদ, ঝাড়খন্ড রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ কুমার।

উল্লেখ করা যেতে পারে মণীশ কুমার আই আইটি খড়গপুর থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ২০১০ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি যে গ্রামে ফিরে আসেন। যুবকদের উত্থানের জন্য এবং কৃষকদের অগ্রগতির জন্য তিনি কাজ করে যান। জৈব চাষের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বি টু নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে তার কাজের ব্যাপ্তি ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, বিহারে ছড়িয়ে গিয়েছে। তার এই উদ্যোগ থেকে উপকৃত হয়েছে পাঁচ হাজার কৃষক। ৭৫ বেশি আদিবাসী আদিবাসী যুবক প্রশিক্ষিত হয়েছে।

পাথারকান্দির ঘাতক বুনো হাতি গুরুতর অসুস্থ, শুরু চিকিৎসা

পাথারকান্দি (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাথারকান্দির অসুস্থ তথা ঘাতক বুনো হাতিটির শারীরিক অবস্থা অত্যতন্ত শোচনীয়। তাই আজ রবিবার দুপুরে করিমগঞ্জ জেলা সদর থেকে পশু চিকিৎসকের এক দল নিষে পাথারকান্দির রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার দেবজ্যোতি নাথ চাম্পাবাড়িতে গিয়ে অসুস্থ হাতিটির চিকিৎসায় মেনেছেন। চিকিৎসকরা তাকে প্রযোজনীয় সেলাইন ও ইনজেকশন পুশ করেছেন। বয়সে ন্যুব্জ হাতিটি বর্তমানে রোগে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

প্রসঙ্গত গত ১১ ডিসেম্বর পুতনি চা বাগানে সকাল প্রায় আটা নাগাদ এই বুনো হাতি পিষে মেরে ফেলেছিল বছর ৪০-এর জনৈক শ্রমিক রাজু চাষাকে। দলছুট অসুস্থ হাতিটি ওই সব এলাকার বাসিন্দাদের বাড়িতে ঢুকে চাষের ফসল তছনছ করছিল। হাতির তাণ্ডবে আতঙ্ক ছিল সর্বত্র। অসুস্থ ওই হাতিটি বৃহস্পতিবার রাত থেকে পুতনি বাগানে অবস্থান করে ব্যাপক তাণ্ডব সৃষ্টি করে। আতঙ্কিত জনগণের সঙ্গে চা বাগানের শ্রমিক রাজু চাষা হাতি তাড়ানোর জন্য গিয়েছিলেন। এক সময় হাতিটি ঘুরে পাল্টা জনতার দিকে তেড়ে আসেত। হাতির তাড়ায় অন্য রা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও রাজু চাষা তার শূড়ে ধরা পড়ে যান। হাতিটি রাজুকে শূড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে আছড়ে মেরে পা দিয়ে পিষে কেটে পড়েছিল।

করোনা আক্রান্ত বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভুঁইয়া

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনা আক্রান্ত বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভুঁইয়া। অনুমান করা হচ্ছে কাতার বিশ্বকাপের এশিয়ার বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে কাতার গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হন তিনি। দোহাতে কাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে আইসোলেশনে রয়েছেন ওই মিডফিল্ডার। তাঁর করোনায় আক্রান্ত মহামেডানের হয়ে খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা।

ভারতীয় ফুটবলে যেমন সুনীল ছেত্রী, বাংলাদেশ ফুটবলেও ঠিক তেমনই জামাল ভুঁইয়া। কয়েকদিন আগেই ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের এশিয়ার বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল কাতার ও বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে বাংলাদেশ ৫-০ গোলে পরাস্ত হয়। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ দলের সবাই দেশে ফিরে আসলেও ফেরেননি জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভুঁইয়া। ব্যক্তিগত কারণে কাতারে থেকে যান তিনি। এবার যা খবর তাতে জানা গিয়েছে, কাতারেই তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। দোহাতে কাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে আইসোলেশনে রয়েছেন ওই মিডফিল্ডার।

নয়া বছরের ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আই লিগ। সেখানে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে খেলার জন্য গত নভেম্বরে চুক্তিও করেছিলেন জামাল। গত

ছয়ের পাতায়

সোমবারের ১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও বনধ-এর বিরুদ্ধাচরণ ডিমাসা ছাত্র মহিলা ও প্রধান সমন্বয় সমিতির

হাফলং (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলাকে দ্বি-খণ্ডিত করে পৃথক দুই জেলা ও পৃথক স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম সোমবার ১২ ঘণ্টার যে বনধ-এর ডাক দিয়েছে এর তীব্র বিরোধিতা করেছে অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ডিমাসা মাদার অ্যাসোসিয়েশন এবং ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর প্রধান সংগঠনকে নিয়ে গঠিত যৌথ সমন্বয় সমিতি।

সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে রবিবার এক যৌথ প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সুপ্রিমকোর্ট এবং গুয়াহাটি উচ্চ আদালত ইতিমধ্যে যে কোনও বনধকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম অসংবিধানিকভাবে বনধ-এর ডাক দিয়ে জনজীবন বিপন্ন করতে চাইছে। বনধ ডেকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিনষ্ট করতে চাইছে তারা। সমগ্র বিশ্বে কোভিড অতিমারির দরুন যখন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপন্ন, অসংখ্য মানুষের রোজগার বন্ধ হয়ে পড়েছে এবং সামনেই বড়দিন, তাই এভাবে অবৈধ ও অসংবিধানিক বনধ ডাকা কোনও ভাবে মেনে নেওয়া যায় না।

ডিমা হাসাও জেলাকে দ্বি-খণ্ডিত করে দুটি পৃথক জেলা গঠন করতে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের দাবি জেলার ৮৫ শতাংশ জনতা মেনে নিতে পারেননি। কতিপয় বিপথে পরিচালিত ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের সমর্থক এ নিয়ে অযথা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে বলে প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ২০১০ সালে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের পর, তা সবারই জানা। তার পরও ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম এর বিরোধিতা করে আসছে এবং ডিমা হাসাওকে দ্বি-খণ্ডিত করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে যা ডিমা হাসাও জেলার ৮৫ শতাংশ মানুষ মানতে নারাজ। তাই সোমবারের ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের ডাকা ১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধ-এর তীব্র বিরোধিতা করছে অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ডিমাসা মাদারস অ্যাসোসিয়েশন ও ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর প্রধান সংগঠনকে নিয়ে গঠিত যৌথ সমন্বয় সমিতি।

গলায় ফাঁস জড়িয়ে হাতিখিরায় আত্মঘাতী তিন সন্তানের জননী

বাজারিছড়া (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিন সন্তানের জননী। চাঞ্চল্যিকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া এলাকার হাতিখিরা চা বাগানে। আত্মঘাতী গৃহবধূকে বছর ৩৫-এর যুবধনি আঁকুড়া বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এ ঘটনার সঙ্গে পরকীয়া জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, পেশায় দিনমজুর প্রেম আঁকুড়া (৪০)-র স্ত্রী যুবধনি আঁকুড়ার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়েছিল বাগানের এক যুবকের। দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে গোপনে ভাব বিনিময় চলছিল। বিষয়টি এতদিন স্বামীর কাছে ধরা পড়েনি। তবে এলাকার নানা মহলে এ নিয়ে কানাঘোঁষা অব্যা হত ছিল। এদিকে কাজের তাগিদে গতকাল সকালে স্বামী প্রেম আঁকুড়া পাথারকান্দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ পাননি। কাজ না পেয়ে দুপুরের দিকে বাড়ি ফিরে ঘরে প্রবেশ করেই তার চোখ চড়ক গাছ। প্রেম দেখেন, বাগানের মাঞ্জা রবিদাস (৩০) নামের এক যুবক তার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ কাজে লিপ্ত। রাগে অগ্নিশর্মা প্রেম মাঞ্জা ও স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হলে দুজনই ঘর থেকে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে ঘটনাকারী মাঞ্জা নামের যুবক তার পরনের প্যান্ট, জ্যা কেট, মোবাইল হ্যান্ডসেট ঘরেই ছেড়ে গা ঢাকা দেয়। বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও তাদের হদিশ পাওয়া যায়নি।

এদিকে আজ রবিবার সকালে বাগান সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে একটি গাছের ডালের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে স্ত্রী যুবধনির নিথর দেহ ঝুলতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় বাজারিছড়া থানায়। খবর পেয়ে সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট জেনাথন ভআইপেই, বাজারিছড়ার ওসি মনুরঞ্জন সিনহা ঘটনস্থলে ছুটে যান। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে যুবধনির মরদেহ গাছের ডাল থেকে নামিয়ে প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। ময়না তদন্ত শেষে পুলিশ আজ রাতেই মৃতদেহ তাঁর পরিবারবর্গের হাতে সমঝে দিয়েছে।

আত্মঘাতী গৃহবধূ যুবধনির স্বামী এ ঘটনার জন্যম মাঞ্জা রবিদাসকে অভিযুক্ত করে বাজারিছড়া থানায় একটি এজাহার দাখিল করেছেন। এ ব্যাপারে ওসি জানান, পুলিশ প্রাথমিক তমন্তে নেমে অভিযুক্তের পোশাক, মোবাইল হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে অভিযুক্ত মাঞ্জা রবিদাস ফেরার। শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করা হবে বলে জানান ওসি সিনহা। অন্যদিকে স্থানীয়রা অভিযুক্তের কড়া শাস্তি দাবি করেছেন।

ভারতে সুস্থতার বেড়ে ৯৪.৯৩ শতাংশ, ১৫.৩৭ কোটির বেশি করোনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ১৫.৩৭ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৪.৯৩ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৫,৩৭,১১,৮৩৩-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.১৪-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ডিসেম্বর (শনিবার সারা দিনে) ভারতে ১০,১৪,৪৩৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৫, ৩৭,১১,৮৩৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ক্রমশই নিম্নমুখী ভারতে। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৩.৬২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

১৪ ডিসেম্বরের কৃষক আন্দোলনের প্রস্তুতিতে শিলচরে পথসভা বামেদেব

শিলচর (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল ১৪ ডিসেম্বরের কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ আহূত দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন উপলক্ষ্যে গতকাল এবং আজ রবিবার শিলচরের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত হয় পথসভা। পথসভায় বক্তব্য পেশ করেছেন সমীরণ আচার্য, সুব্রতচন্দ্র নাথ, মানস দাস, হায়দার হোসেন চৌধুরী, মৃণালকান্তি সোম, অরিন্দম দেব, রঞ্জন দাস প্রমুখ।

বক্তারা আগামীকাল শিলচর ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে জড়ো হতে সবাইকে আবেদন জানান। আজ পথসভা অনুষ্ঠিত হয় ঘনিয়ালা, ক্যাপিটাল পয়েন্ট, রংপুর ও তারাপুরে। সভায় বক্তারা বলেন, দিল্লির কৃষক আন্দোলন ভারতবর্ষে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বর্তমান বিজেপি সরকার কৃষক সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা না করে চরম কৃষক বিরোধী কৃষি আইন কর্পোরেটদের স্বার্থে প্রণয়ন করেছে। এই আইনের বিরুদ্ধে দিল্লির তীব্র ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেও লাখো কৃষক জমায়েত হয়েছেন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের ন্যায্য দাবিকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে দেশবিরোধী বলে আখ্যায়িত করছে। বর্তমান সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে যখনই জনগণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলেন তখনই সরকার আন্দোলনকে দমন করতে কুৎসা রটনা করে। গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। বর্তমান কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা তাঁদের প্রাপ্ত সরকারি পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন, অনেক সরকারি আধিকারিক চাকরি থেকে পদত্যাগ করছেন। এই আন্দোলন শুধু কৃষকের দাবি পূরণের আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন দেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন।

পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে বিস্ফোরণে জখম হলেন ২৫ জন

ইসলামাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের বিস্ফোরণ পাকিস্তানে। রবিবার পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে বিস্ফোরণে জখম হলেন ২৫ জন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, রবিবার রাওয়ালপিন্ডির গঞ্জ মান্ডি পুলিশ স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণ হয়েছে। রাওয়ালপিন্ডি পুলিশ জানিয়েছে, জখম ২৫ জনকে ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকি তিনজনের প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে ঘটনাস্থলেই। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। যদিও রাওয়ালপিন্ডির সিটি পুলিশ অফিসার (সিপিও) মহম্মদ এহসান ইউনাস জানান, বিস্ফোরণের সম্পর্কে এখনই বিস্তারিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

সিপিও আরও জানিয়েছেন, গত ১০ দিনে পুলিশ স্টেশন লাগোয়া এলাকায় এনিয়ে দু'বার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। ৪ ডিসেম্বর পীর ওয়াধাই পুলিশ স্টেশনের কাছে ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে ১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। জখম হন ৭ জন। এদিন ফের বিস্ফোরণ হল।

৩৫ লক্ষ জনতার আশা পূরণ হয়েছে, বিটিআর-এ পরিষদ গঠন করবে বিজেপি-ইউপিপিএল-জিএসপি জোট : রঞ্জিত দাস

গুয়াহাটি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : গতকাল শনিবার রাতে ঘোষিত বিটিআর নির্বাচনের ফলাফলে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। বিটিআর-এর ফলাফল ঘোষণার পর আজ রবিবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এই জয় জনতার জয়, এই জয় কার্যকর্তাদের জয়। বলেন, বিটিআর অঞ্চলের জনসাধারমের অফুরন্ত ভালোবাসা এবং কার্যকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই এই বিজয় লাভ সম্ভবপর হয়েছে।

প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস এই জয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, নেডা-র আহ্বায়ক মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া, বিটিআর নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রভারি মন্ত্রী ভবেশ কলিতা সহ সকল মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়কগণ ছাড়া দলীয় কার্যকর্তাদের সহায়-সহযোগিতার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন, বিটিআর অঞ্চলের ৩৫ লক্ষ জনসাধারণের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। তাঁরা যেমন চেয়েছিলেন, তেমনই পরিবর্তন পেয়েছেন। পরিবর্তন এবং উন্নয়নের স্বার্থে বিটিআর-বাসীর জনাদেশ শিরধার্য করে আগামী দিনে প্রকৃত অর্থে বিকাশ ও উন্নয়নের নতুন দিগন্তের সূচনা হবে, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন রঞ্জিতকুমার দাস।

উল্লেখ্য, সততা ও নিষ্ঠা সহকারে জনতার সেবা করতে বিটিআর-এ বিজেপি ইউপিপিএল এবং গণ সুরক্ষা পার্টি (জিএসপি) জোট পরিষদ গঠন করা হবে বলে আজ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সরকারি বাসভবনে আয়োজিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত তিন দলীয় নেতার বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউপিপিএল সভাপতি প্রমোদ বড়োকে নতুন বিটিআর-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) পদে শপথ নিতে পরিষদীয় নেতা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

বিশ্বনাথে আটক দুই চোরাশিকারি, বাজেয়াপ্ত গুলি সহ বন্দুক

বিশ্বনাথ (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বহু সরঞ্জাম সহ বিশ্বনাথে আটক করা হয়েছে দুই চোরাশিকারিকে। ধৃতদের যথাক্রমে বিশ্বনাথের পানিভরাল ননকে চাপরির ফুল মহম্মদ এবং পাভৈ মুগাচাং গ্রামের শম্ভুজিৎ নার্জারি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল শনিবার রাত প্রায় একটা নাগাদ বিশ্বনাথ ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশনের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় বনাঞ্চলিক কার্যালয়ের এক দল কর্মকর্তা অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত দুই চোরাশিকারিকে আটক করেছেন। এরা কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ষষ্ঠ সংযোজনের অন্তর্গত পলকটা চাপরিতে গভীর গতরাতে গণ্ডার বধ করতে তোড়জোড় চালিয়েছিল। সে সময় তাদের আটক করতে সক্ষম হয় বন দফতরের অভিযানকারী দল।

তাদের দলে মোট চার চোরাশিকারি ছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকার এবং ঘন কুয়াশার সুযোগ নিয়ে ওই দুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ধৃত দুই চোরাশিকারির হেফাজত থেকে একটি হাতে তৈরি বন্দুক, তিন রাউন্ড হাতে তৈরি গুলি, একটি ধারালো দা, ৫০ গ্রাম বারুদ, দুটি মোবাইল হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করেছেন অভিযানকারীরা। ফেরার দুই চোরাশিকারিকে পাকড়াও করতে অভিযান চালানো হয়েছে বলে বিভাগীয় কর্তারা জানিয়েছেন।

পুঞ্চ জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে খতম হল দুই পাক জঙ্গি, ধৃত একজন

জম্মু, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে ফের সাফল্য পেল নিরাপত্তাবাহিনী। রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে খতম হল দুই পাকিস্তানি জঙ্গি। তাদের এক সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জম্মু এলাকার আইজিপি মুকেশ সিং জানিয়েছেন, নিরাপত্তাবাহিনীর যৌথ অভিযানে পুঞ্চ জেলার পোশানা এলাকার মুঘল রোডের চাট্টা পানি অঞ্চলে দুই পাকিস্তানি জঙ্গিকে খতম করেছে যৌথ নিরাপত্তাবাহিনী। ধরা পড়েছে তাদের এক সহযোগী।

পুলিশ জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে সম্প্রতি একদল পাক সন্ত্রাসবাদী পুঞ্চে প্রবেশ করে। ডিডিসি নির্বাচন চলাকালীন শোপিয়ান এলাকায় বড়সড় হামলার উদ্দেশে তারা শোপিয়ানে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে তাদের খতম করতে অভিযানে নামে নিরাপত্তাবাহিনী।

শুক্রবারই ওই অঞ্চলে পৌছে গিয়েছিল বাহিনী, কিন্তু প্রবল তুষারপাতের কারণে অভিযানে বাধা সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত রবিবার সন্ত্রাসবাদীদের ঘিরে ফেলে বাহিনী। গুলির লড়াইয়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয় এবং তাদের এক সঙ্গী ধরা পড়ে।

এ দিন সকালে জম্মুতে ১৯৮ কিমি দীর্ঘ ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন ওয়েস্টার্ন আর্মি কম্যান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর পি সিং।

কৃষকদের জন্য অনশন করবে আমআদমি পার্টির নেতাকর্মীরা

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে বিক্ষোভরত কৃষকদের সমবেদনা জানাতে সোমবার অনশন করবে আম আদমি পার্টির নেতাকর্মীরা। রবিবার দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখোমুখি হয়ে একথা জানিয়েছেন দলের বরিষ্ঠ নেতা তথা মন্ত্রী গোপাল রাই।

এই প্রসঙ্গে আম আদমি পার্টি শাসিত দিল্লি সরকারের সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী গোপাল রাই জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরোধিতায় ও বিক্ষোভরত কৃষকদের সমবেদনা জানিয়ে দিল্লির আইটিওতে দলের সদর কার্যালয় অনশন করবে নেতাকর্মীরা। এতে যোগ দেবেন দলের বিধায়ক ও কাউন্সিলররা। সোমবার সকাল ১০ থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি কৃষক সংগঠনের ডাকা ভারত বনধে সমর্থন জানিয়েছিল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, আম আদমি পার্টি, আরজেডি, ডিএমকে মতন দলগুলো। কৃষক আন্দোলনে রাজনৈতিক রঙ যে অনেক আগেই লেগে গিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে ১৪ ডিসেম্বর দিল্লি সীমান্তের সিংঘুতে বিক্ষোভরত কৃষকরা সকাল ৮ থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনশন করবে। কেন্দ্রের তরফে আইন সংশোধনের দাবি করা হলেও তা খারিজ করে দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলির।

কৃষক আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মন্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর জবাব দিহি চাইল এনসিপি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): সম্প্রতি রাজধানী দিল্লির সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে কৃষক আন্দোলনের পেছনে চিন ও পাকিস্তানের হাত রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাও সাহেব দানভে। তার এই মন্তব্য নিয়ে এবার প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর কাছে কৈফিয়ত চাইল এনসিপি।

এনসিপি মুখপাত্র মহেশ তাপাসে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দানভে জানিয়েছেন এর পেছনে চিন এবং পাকিস্তানের হাত রয়েছে। অন্যদিকে রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল দাবি করেছেন এতে মদত দিয়ে চলেছে মাওবাদীরা। এই দাবিগুলোর

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তামান্নার চুমু কার জন্য

উত্তরে মজার সব কথা বলেছেন তামান্না। আর সেখানে এসেছিল তামান্নার চুমুর প্রসঙ্গ। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সেই পর্বের প্রচারণামূলক এক টুকরো ভিডিও। সেখানে সামান্থা প্রশ্ন করেছেন, তামান্না যদি পর্দায় চুমু না খাওয়ার নিয়ম ভাঙেন, তবে কাকে চুমু খাবেন? তামান্নার উত্তর দেন, 'বিজয় দেবারাকোন্ডাকে চুমু খেতে চাই।' 'অর্জুন রেড্ডি'খ্যাত বিজয় দেবারাকোন্ডা তেলেগুসহ সারা ভারতের ক্রাশ। কিন্তু কেন তামান্না বিজয়কে পছন্দ করেছেন চুমু খাওয়ার জন্য, তা জানা যাবে পুরো অনুষ্ঠান দেখলে। তামান্না চুমু খাওয়ার ব্যাপারটি যে প্রথমবার ফাঁস করেছেন, তা নয়। এর আগেও তিনি জানিয়েছেন, কাকে চুমু খেতে ইচ্ছুক। এর আগে তিনি বলেছিলেন হৃতিক রোশনের নাম। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, তিনি কখনো অনস্ক্রিন চুমু খান না। যদি কখনো সেটি করতে হয়, তবে হৃতিকের ক্ষেত্রে হতে পারে।

হৃতিক রোশনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তামান্নার। তখন একেবারে তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ভুলেই গিয়েছিলেন যে তিনিও একজন তারকা। শুধু তাই নয়, হৃতিকের সঙ্গে ছবি তুলতেও ভোলেননি এই তারকা।

পর্দায় চুমুর দৃশ্যে অভিনয় করেন না তামান্না। বড় পর্দার সিনেমা বা ওটিটির প্ল্যাটফর্মে নায়ক-নায়িকার চুম্বনদৃশ্য যেখানে ডাল-ভাত, দক্ষিণ ভারতীয় এই অভিনেত্রী সেই সময়ে এসে চুমুর ব্যাপারে বেশ রক্ষণশীল। নাচ-গান হই-হুল্লোড় সবকিছুতে থাকবেন তিনি, কেবল ক্যামেরা চালু রেখে চুমু খেতে নারাজ 'বাহুবলী' ছবির অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। যেকোনো সিনেমার ক্ষেত্রে তাঁর নীতিনায়কের সঙ্গে ঠোঁট মেলানোর দৃশ্য রাখা যাবে না।

চুমু না খাওয়ার এই নীতি তামান্না এখনো ধরে রেখেছেন। এসব মেনেই এই তারকাকে নিজেদের সিনেমায় নেন পরিচালক। চুক্তি সই করার আগে তাই চিত্রনাট্য ভালো করে পড়ে নেন তিনি। চুমুর দৃশ্য থাকলে মুখের ওপর 'না' করে দেন। বিশেষ এই সুযোগ তিনি কার জন্য রেখেছেন? সম্প্রতি মুখ ফসকে সেটা বলে দিয়েছেন এক টক শোতে।

দক্ষিণী অভিনেত্রী সামান্থা আক্কেনেনি একটি টক শো উপস্থাপনা করেন একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য। সেখানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন সিনেমার বাঘা বাঘা সব তারকা। সে রকম এক আয়োজনে ছিলেন তামান্না ভাটিয়া। সামান্থার অদ্ভুত সব প্রশ্নের

ভক্তদের উদ্দীপ্ত করছেন আলিয়া

হঠাৎ এক বিচিত্র পোস্ট আলিয়া ভাটের ইনস্টাগ্রামে! দেখে যে কারও মনে হতে পারে, অভিনেত্রী থেকে কি 'মোটিভেশনাল স্পিকার' হয়ে গেলেন তিনি? সম্প্রতি গুডওয়ার্ড হ্যাশট্যাগে ভক্তদের পরামর্শ দিয়ে আলিয়া লিখেছেন, 'আমরা পড়ে যাই, আমরা ভেঙে পড়ি, আমরা ব্যর্থ হই। কিন্তু আমরা আবারও উঠে দাঁড়াই, চাঙা হয়ে পুনরায় শুরু করি।' কেবল সিনেমায় না, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ভক্তদের উদ্দীপ্ত করছেন আলিয়া।

বলিউডে নিজের পায়ের তলার মাটি ইতিমধ্যে শক্ত করে ফেলেছেন আলিয়া ভাট। তারকার সন্তান হিসেবে নয়, মেধা ও যোগ্যতা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে আজকের অবস্থানে। অনলাইনে তাই আলিয়ার ভক্তসংখ্যাও কম নয়। ফোর্বস সাময়িকীর ১০০ ডিজিটাল তারকার তালিকায় উঠে এসেছে তাঁর নাম। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা পৌঁছেছে ৫ কোটিতে। এই ভক্তরা শুধু যে আলিয়ার সুন্দর সব ছবি দেখেন, তা নয়। তাঁর কাজের আপডেটও পান এখানে। মাঝেমধ্যে আলিয়া হয়ে ওঠেন ভক্তদের বিনা পয়সার পরামর্শক।

আলিয়া এ মুহূর্তে ব্যস্ত তাঁর বড় ক্যানভাসের ছবি ট্রিপল আর নিয়ে। হায়দরাবাদে চলছে ছবির কাজ। দুই থেকে তিন সপ্তাহ সেখানে কাজ করবে দলটি।

পরিচালক এস এস রাজামৌলির সঙ্গে সম্প্রতি তিনি একটি ছবি পোস্ট করেছেন ইনস্টাগ্রামে। সেখানে দেখা গেছে, বাধ্য ছাত্রীর মতো পরিচালকের কথা শুনছেন তিনি। রাজামৌলি দুই হাত নেড়ে কিছু একটা বোঝাচ্ছেন আলিয়াকে। আলিয়ার সঙ্গে এই ছবিতে দেখা যাবে দক্ষিণি বিখ্যাত দুই নায়ক জুনিয়র এনটিআর ও রামচরণকে। সেই ছবির ক্যাপশনে আলিয়া লিখেছেন, 'নতুন দিন, নতুন শুরু'। নানা রকম মন্তব্য আর ইমোজিতে ভরে গেছে আলিয়ার ছবির ওই পোস্ট। আলিয়ার মা সোনি রাজদানও সেখানে হার্ট ইমোজি দিয়েছেন।

সব স্বর্ণমানবদের জন্য অপেক্ষা করছি

'এই মুহূর্তে যাঁরা করোনা প্রতিরোধের জন্য ওষুধ তৈরি করছেন, সেই স্বর্ণমানবদের জন্য অপেক্ষা করছি। তাকিয়ে আছি, এসব বিশেষজ্ঞ মানুষ হয়তো অচিরেই একটি সুখের খবর দেবেন। ঘুম থেকে উঠে একদিন শুনব ভ্যাকসিন বা মেডিসিন আবিষ্কার হয়ে গেছে। সেই আশায় ঘুমাতে যাই, সেই আশায় দিন গুনছি'এ কথাগুলো বললেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী রোজী সিদ্দিকী।গত মার্চ মাসের ২১ তারিখে সর্বশেষ 'মান অভিমান' নামে একটি নাটকের শুটিং শেষ করেই হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন এ অভিনেত্রী। বাসায় মেয়েদের নিয়ে চিন্তায় বেশির ভাগ সময় কাটছে তাঁর। তিনি বলেন, 'আমার মেয়েদের নিয়ে ভাবছি। বড় মেয়ে দেশে থাকে, তার সঙ্গেও কথা হচ্ছে কিন্তু দেখা হচ্ছে না। সে আবার ব্যাংকে চাকরি। তাকে একা একা অফিসে যেতে হয়। ব্যাংক থেকে কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা করে নেই। আমার ছোট মেয়ে অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। সে সেখানে একা একা আছে। তাকে নিয়েও সব সময় দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তার কাছে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল। করোনায় সব বন্ধ হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে খুবই আতঙ্কে দিন যাচ্ছে আমাদের।'

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি দুই মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন। ছোট মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় একা থাকায় তাকেও মানসিকভাবে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করেন। মনোবল বাড়াতে শক্তি জোগানোর চেষ্টা করেন। কীভাবে মনোবল বাড়াচ্ছেন, জানতে চাইলে এই অভিনেত্রী বলেন, 'যত সময় ফোনে কথা বলি সারাক্ষণ হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করি। একটুও যেন ভেঙে না পড়ে। যেহেতু ও দেশের বাইরে একা আছে। ও যেন বোর না হয়, সে জন্য সেলিম (শহীদুজ্জামান সেলিম) ওকে হাসানোর চেষ্টা করে। গল্প করে, বই নিয়ে আলোচনা করে। সিনেমা নিয়ে বাপ—মেয়ের কথা হয়। ওর ছোটবেলা নিয়ে কথা বলি।'

করোনায় কীভাবে বাসায় সময় কাটছে, জানতে চাইলে এই অভিনেত্রী বলেন, 'সময়টা চলে যাচ্ছে, কিন্তু কোথাও যেন স্বস্তির অভাবটা রয়ে গেছে। স্বাভাবিক জীবন যখন ছিল, তখন শুটিং করতাম, বাসায় থাকা হতো না। তখন বাসায় থাকা জন্য অস্থির লাগত। মনে হতো অবসর পেলেই বই পড়ব, সিনেমা দেখব, বাসায় অনেক কাজ জমে গেছে, সেগুলো করব। সেসব কাজই করছি কিন্তু শান্তির নিশ্বাসটা নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমাকে খাঁচার মধ্যে রেখে প্রচুর কাজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে বন্দী থেকে কাজগুলো করতে হবে।'

নিজেরা কতটা সচেতন, জানতে চাইলে এই অভিনেত্রী বলেন, 'ঘরের সবকিছু স্যানিটাইজ করছি। বাজার যাই আনা হোক না কেন, সেটাও সেনিটাইজ করছি, লবণপানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করছি। নির্ধারিত সময়ে খাবার খাওয়া এবং খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছি। যেটা না খেলেই নয়। কারণ, শারীরিক কোনো ব্যায়াম করছি না।'

করোনার এই সময়েও দেশের একশ্রেণির মানুষ সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে, তেমনি কিছু অসাধু মানুষ গরিবদের খাদ্যদ্রব্য চুরি করছে। এ বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত তিনি। এই অভিনেত্রী বলেন, 'কিছু লোক অভাবে আছে, অনেকেই অতিরিক্ত খাদ্যাভাবে আছেন।

ধারাবাহিকে প্রসেনজিৎ

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কথা রাখলেন। চার মাস আগে 'অলৌকিক না লৌকিক' ধারাবাহিকের শুরুতে বোলপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির থেকে বলেছিলেন একটি গল্পে সময় পেলে অভিনয় করবেন। এই ধারাবাহিকের প্রযোজক ও তিনি। কিন্তু পনেরোটা গল্পের পর 'অলৌকিক না লৌকিক'-এর শেষ গল্পে যে তাঁকে পাওয়া যাবে সেটা মনে হয় আগে থেকে কেউই অনুমান করতে পারেননি। বাস্তবের আধারে তৈরি যুক্তিবাদী এই ধারাবাহিকের শেষ গল্প 'জ্যোতিষ'। আর সেখানেই একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন টলিউডের সুপারস্টার। ভবানীপুরের খরগোশ বাড়িতে চলছিল শ্যুটিং। বৃষ্টিভেজা বিকালে সেখানে পৌঁছে এক এক করে সব প্রশ্নের উত্তর মিলল।এর আগেও নির্মাতাদের অনুরোধে ছোটপর্দার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পীর ভূমিকায় প্রসেনজিৎকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু তিনি নিজেই তো এই ধারাবাহিকের প্রযোজক। তাহলে রাজি হওয়ার কারণ? 'প্রথম থেকেই সকলেরই আব্দার ছিল। গল্পটাও আমার পছন্দ হয়েছিল। তাছাড়া এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের যুগে টিভি, সিনেমা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

মুম্বাইয়ে শিমলার একাকী জীবন

বড় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ঝিনাইদহ থেকে পালিয়ে ঢাকায় আসা। পরিচিতজনের মাধ্যমে গুণী পরিচালক শহীদুল ইসলাম খোকনের সঙ্গে যোগাযোগ। এরপর তাঁরই পরিচালিত "ম্যাডাম ফুলি" ছবিতে সুযোগ পেয়ে যান। ছবিটি মুক্তির পর শিমলা পরিচিত হয়ে ওঠেন "ম্যাডাম ফুলি" হিসেবে। প্রথম ছবিতে অর্জন করেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। যেই নায়িকা প্রথম ছবিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন, তিনি এখন কোথায়?

শিমলা যে ফোনটি ব্যবহার করেন সেটি বন্ধ। পরিচিতজনদের কেউও তাঁর কোনো খবর দিতে পারছিলেন না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর ভারতীয় নম্বর পাওয়া গেল। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর ফোন ধরলেন। জানালেন, তিনি এখন মুম্বাইয়ে আছেন। লকডাউন শুরুর আগেই মুম্বাই গেছেন। এখন সেখানেই তাঁর একাকী দিনকাল কাটছে। একসময় শিমলা মগবাজার ডাক্তার গলিতে মাকে নিয়ে থাকতেন। সেই বাসা ছেড়ে দিয়েছেন অনেক আগে। মা চলে গেছেন ঝিনাইদহের শৈলকূপায় নিজেদের বাড়িতে।

কথা প্রসঙ্গে শিমলা জানালেন, দুই বছরের বেশি সময় ধরে মুম্বাইয়ের মীরা রোডের একটি বাড়িতে থাকছেন। বলিউডে কাজ করার স্বপ্ন নিয়েই শিমলা যান ভারতের মুম্বাইয়ে। এরই মধ্যে "সফর" নামের একটি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। জানালেন, তাঁর সঙ্গে বলিউডের গোবিন্দর ভালো যোগাযোগ আছে। সংগীতশিল্পী বাপ্পী লাহিড়ীর মাধ্যমে তাঁর এই বলিউড যোগাযোগ তৈরি হয়। তবে ওখানে অনেক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। তারপর যেসব সুযোগ পাচ্ছেন, কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। লকডাউন শুরুর আগে গোবিন্দর সঙ্গে একটি মিউজিক ভিডিওতে কাজ করার কথা ছিল। অনেক দিন ধরে নাচের মহড়াও করছিলেন।

মুম্বাইয়ে শুরুতে মাসহ থাকলেও এখন একা থাকছেন। বললেন, "মুম্বাই বেশ ব্যয়বহুল শহর। আমি এখানে সাদামাটাভাবেই থাকছি। কষ্ট করছি। যদি সফলতা পাই, তখন ভিন্নভাবে চিন্তাভাবনা করব।" অভিনয়জীবনের শুরুতে শিমলা একসঙ্গে তিনটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হন। "ম্যাডাম ফুলি" ছাড়া বাকি দুটো ছবি হচ্ছে "পাগলা ঘণ্টা", "ভেজা বেড়াল"। কয়েক বছর ধরে ৩৫টির মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে দেশের সিনেমায়ও অনিয়মিত। সর্বশেষ মুক্তি পাওয়া সিনেমা "নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ"। আর শুটিং করেছেন "নাইওর" ছবির।

সমসাময়িক তারকাদের তুলনায় শিমলা অভিনীত ছবির সংখ্যা অনেক কম। বিষয়টিকে তিনি ভাগ্যের লিখন বলেই চালিয়ে দিলেন। বললেন, "আমার সময় পরিচালকেরা অন্য ব্যস্ত শিল্পীদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা আমাকে নিয়ে ভাবার সময় হয়তো পাননি। তাই যত বেশি কাজ করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি।" এসবে মোটেও বিচলিত নন। বললেন, শিমলার চেয়ে "ম্যাডাম ফুলি" নামে মানুষ বেশি চেনে। একটি চরিত্র হয়ে দর্শকহৃদয়ে বেঁচে থাকতে পারাটা একজন শিল্পীর অনেক বড় পাওয়া। অনেক বছর ছবি নিয়ে খবরের পাতায় আলোচিত নন শিমলা।

হঠাৎ করে গেল বছরের ফেব্রুয়ারিতে শিমলা খবরের শিরোনাম হলেন। তখনো তিনি মুম্বাইয়ে। ছবির কোনো কারণে কারণে নয়, শিমলা আলোচিত হন বিমান ছিনতাইয়ের মতো একটি ঘটনাকে নিয়ে তাঁকে নিয়ে বেশ আলোচনা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিটি নিজেকে শিমলার স্বামী দাবি করেন। শিমলা অবশ্য সেই সময়টার কথা মনে করতে চান না। বললেন, "ওটার আইনি সমাধান হয়েছে। এসব নিয়ে আমি আর ভাবতে চাই না।" শৈলকূপায় বাড়ির পাশে একটি সিনেমা হল ছিল। ছয় ভাই, পাঁচ বোনের মধ্যে শিমলা সবার ছোট। ভীষণ আদরের।

ছোটবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে সেখানে শাবানা, কবরী ও ববিতাদের সিনেমা নিয়মিত দেখতেন। আর মৌসুমী ও সালমান শাহর "কেয়ামত থেকে কেয়ামত" দেখার পর চলচ্চিত্রের নায়িকা হওয়ার ঝোঁক প্রবল হয়। বললেন, "আয়নার সংলাপ নকল করতাম। মাকে বললাম, আমি নায়িকা হব। মা ভাবলেন, আমি পাগল-টাগল হয়ে গেলাম মনে হয়। পড়াশোনা গেল গোল্লায়। কোনোমতে এসএসসি পাস করে ইন্টারে ভর্তিও হই। সিনেমার নেশায় এরপর পড়াশোনা আর হয়নি।"

শুধু কি 'ক্যারিয়ার' গড়তেই ভাইকিংস ছাড়লেন তন্ময়

ভয়াবহ এক দুঃসংবাদের মতো ছড়িয়ে গেল খবরটি। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় রক ব্যান্ড ভাইকিংস থেকে বেরিয়ে গেছেন দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ভোকাল তন্ময় তানসেন। নিজের ক্যারিয়ার গড়বেন বলে নিজ হাতে গড়া ব্যান্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়ে ভাইকিংস জানায়, 'নিজের ক্যারিয়ার গড়তে দল ছাড়ছেন দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তন্ময়। গত ২৩ বছর চমৎকার সময় পার করেছে দলটি। দল ছেড়ে গেলেও তিনি সব সময়ই এই পরিবারের অংশ হয়েই থাকবেন।' খবরটি ছড়ানোর পর একের পর এক ফোন আসতে শুরু করে তন্ময়ের কাছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেটে পড়েন ভক্তরা। প্রিয় দলের সঙ্গে মঞ্চে আর দেখা যাবে না তন্ময়কে, গাইতে শোনা যাবে না 'তুমি কথা দাও, আমি সবকিছু যাব ভুলে'। এ যেন মেনে নিতেই পারছেন তাঁরা। অথচ ভাইকিংসকে নিজের ঔরসজাত সন্তান মনে করেন তন্ময়। কিন্তু এই সন্তানকে লালন-পালন করতে করতে ক্লান্ত তিনি। ব্যান্ড ছেড়ে সাময়িক বিরতিতে গেলেন তিনি। গতকাল বিকেলে তন্ময় প্রথম আলোকে জানান, নতুন কিছু শুরু করবেন। এ জন্য একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'মহামারির পর যদি বেঁচে থাকি, নতুন করে শুরু করব। ব্যান্ডসংগীত মানেই দল। আমি দলীয় শক্তিতে বিশ্বাসী। হয়তো নতুন করে দল গড়ে আবার মঞ্চে উঠব।' ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজধানীর শ্রুতি স্টুডিওতে যাত্রা করে রক ব্যান্ড ভাইকিংস। ১৯৯৯ সালে সেরা ব্যান্ড হিসেবে বিজয়ী হয় 'স্টার সার্চ' প্রতিযোগিতায়। কিছুদিন পর দলের কি-বোর্ডিস্ট বাবুর অনুপস্থিতিতে ব্যান্ডের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালনায় সক্রিয় ছিলেন তন্ময় তানসেন। ২০১৫ সালে নিজের পরিচালনায় 'রান আউট' সিনেমায় গান করার মাধ্যমে আবারও সংগীতে ফেরেন তন্ময়। 'জীবনের কোলাহল', 'তুমি কথা দাও', 'চেনা পথ', 'দিন যত দুঃখ তত', 'ঘড়ির কাঁটা', 'ঈশ্বর তুমি সযতনে রেখো তাকে'সহ দলটির বেশ কিছু জনপ্রিয় গান ভক্তদের মুখে মুখে ফেরে। দল থেকে তাঁর বের হয়ে যাওয়া ভক্তদের কষ্ট দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তন্ময় বলেন, 'জানি মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। আমার নিজেরও কষ্ট হচ্ছে।

রবিবার ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি এক বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

ঝাড়্গ্রামে রেশনের কাউন্টার গ্রাম ফিরিয়ে আনার দাবিতে পথ অবরোধ

ঝাড়্গ্রাম, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): রেশনের কাউন্টার গ্রাম ফিরিয়ে আনার দাবিতে পথ অবরোধ করেন গ্রামের বাসিন্দারা। রবিবার ঝাড়্গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের কানপুর গ্রামের বাসিন্দাদের পথ অবরোধের জেরে ফেঁকো গোপীবল্লভপুর ৯ নম্বর রাজ্য সড়কে যান চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সমস্যায় পড়েন পথ চলতি সাধারণ মানুষজনেরা। পরে খাদ্য দফতরের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় গ্রামবাসীরা।
খাদ্য দফতর সুত্রে জানা গিয়েছে কানপুর গ্রামে স্থায়ী কোনও রেনশ দোকান নেই। কানপুরা গ্রামের রেশন দোকানটি রয়েছে লাউপাড়াতে। সেখানে লাউপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি থেকে দেওয়া হয়।
যেহেতু লাউপাড়া গ্রামটি কানপুর গ্রাম থেকে দূরে অবস্থিত তাই বাসিন্দাদের সুবিধার্থে কানপুর গ্রামের একটি ঘর থেকে রেশনের খাদ্য সামগ্রী বিলিবন্টন করা হত। বর্তমানে নিরাপত্তা জনিত কারনে রেশনের কাউন্টারটিকে পুনঃরায় লাউপাড়া গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে লাউপাড়া গ্রামে রেশনের কাউন্টার নিয়ে যাওয়ার ফলে সমস্যায় পড়েছেন কানপুর গ্রামের বাসিন্দারা। গত দু সপ্তাহ ধরে কানপুর গ্রামের মানুষজনেরা রেশন সামগ্রী নিতে যেতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেন বাসিন্দারা। তাদের দাবি অবিলম্বে কানপুর গ্রামে রেশনের কাউন্টার ফিরিয়ে আনতে হবে। এদিন এই দাবিতেই প্রায় চারঘন্টা ধরে পথ অবরোধ করে রাখেন বাসিন্দারা।
পরে ঘটনার খবর পাওয়ার পর বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ ও খাদ্য দফতরের এক আধিকারিক ঘটনাস্থলে গিয়ে আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ তুলে নেয় গ্রামবাসীরা।
পঞ্চায়েত সদস্য অনুপম মল্লিক বলেন,' কানপুর গ্রাম থেকে দীর্ঘদিন ধরে রেশন দেওয়া হত। হঠাৎ করে এখানে রেশন দোকান তুলে নিয়ে লাউপাড়াতে গিয়েছে। কানপুর থেকে লাউপাড়া প্রায় চার কিলোমিটার দূরে যার ফলে রেশন নিতে যেতে পারছেন না গ্রামের মানুষেরা। তাই তারা অবরোধ করেছিলেন। তবে আশ্বাস পাওয়ার পরে অবরোধ তুলে নিয়েছেন বাসিন্দারা।'
এবিষয়ে গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের খাদ্য নিয়ামক যামিনী কান্ত নন্দ বলেন, 'কানপুর গ্রামে অস্থায়ী ভাবে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে দেওয়া হচ্ছিল রেশনের খাদ্যসামগ্রী। নিরাপত্তার কারনে সেটিকে লাউপাড়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দেখবো। '

পূর্বস্থলীর থেকে উদ্ধার নিখোঁজ বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ, খুনের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কাটোয়া, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): হালিশহরের বিজেপি নেতার খুনের ঘটনায় উত্তেজনার মধ্যেই বর্ধমান পূর্ব (কাটোয়া) জেলার পূর্বস্থলীর চাঁদপাড়া থেকে উদ্ধার নিখোঁজ বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ। রবিবার দুপুরে এলাকার এক পুকুর থেকে ওই বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পরই এলাকায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। গত ২৪ ঘণ্টায় পরপর দু'জন বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।
জানা গিয়েছে, জে পি নড্ডার কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে মিছিলে যান বর্ধমান পূর্ব (কাটোয়া) জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার ৩৮ নম্বর মণ্ডলের সক্রিয় বিজেপি কর্মী সুকদেব প্রামাণিক। শুক্রবার রাত থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। রবিবার দুপুরে এলাকার এক পুকুর থেকে ওই বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পরই এলাকায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী—সমর্থকরা। টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে প্রায় ২—৩ ঘণ্টা ধরে চলে পথ অবরোধ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে অবরোধ হঠানোর চেষ্টা করে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। তারা সেখান থেকে বিজেপি কর্মীর দেহ নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেন। অভিযোগ, তখন পুলিশকে বাধা দেয় ক্ষুব্ধ জনতা ও বিজেপি কর্মী—সমর্থকরা। শেষে সঠিক তদন্তের আশ্বাস পেয়ে এদিন পুলিশের হাতে মৃতদেহ তুলে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এ ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিজেপি—র কর্মী—সমর্থকরা। তাঁরা এদিন পুলিশকে পরিষ্কার জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগে যাদের নাম উল্লেখ থাকবে তাদের সকলকে গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। পুলিশের কাছ থেকে সেই আশ্বাস পেয়েই মৃতদেহ ছেড়েছেন বিজেপি—র কর্মী—সমর্থকরা। এদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল জানিয়েছে, বিজেপি—র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই খুনের ঘটনা।
বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও শুকদেবের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলেই তদন্ত শুরু হবে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের চোখের নীচে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে দেহ পাঠানো হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় রাতেই বসেছে পুলিশ পিকেট। এ ঘটনায় টুইট করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে শুকদেবকে খুনের অভিযোগ এনেছেন বিজেপি—র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়।

নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের সংঘর্ষে খতম দুই দুই মাওবাদী

মালকানগিরি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের সংঘর্ষে খতম দুই দুই মাওবাদী। রবিবার ওডিশার মালকানগিরি জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দুই মাওবাদীর। নিহত দুই মাওবাদীর মধ্যে একজন মহিলা। উদ্ধার হয় দু'টি বন্দুক, চার রাউন্ড বুলেট ও প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক। জেলার স্বাভিমান অঞ্চলের গজলমামুদীতে মাওবাদীরা লুকিয়ে রয়েছে, এই খবর পেয়ে জেলা পুলিশ বিএসএফ, এসওজি ও ডিভিএফ জওয়ানদের যৌথ অভিযান চালায়। এরপরেই তাঁদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। দীর্ঘক্ষণ চলে দু'পক্ষের গুলির লড়াই। এরপরেই উদ্ধার হয় দুই মাওবাদীর দেহ। সেখান থেকে উদ্ধার হয় দু'টি বন্দুক, চার রাউন্ড বুলেট ও প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক।
ডিজিপি অভয় জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ এলাকা মাওবাদীমুক্ত করতে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। পুলিশ তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে।

দল বিরোধী কাজের জন্য শুভেন্দু অনুগামী কনিষ্ক পণ্ডাকে বহিষ্কার করল তৃণমূল

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): দল বিরোধী কাজের জন্য এবার শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামী কনিষ্ক পণ্ডাকে বহিষ্কার করল তৃণমূল। রবিবার এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। দলবিরোধী কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা তৃণমূল সম্পাদক কনিষ্ক পণ্ডার বিরুদ্ধে। এদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণের কারণেই দলের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রসঙ্গত, দলবিরোধী কাজের অভিযোগ থাকায় সম্প্রতি শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ বাঁকুড়ার এক নেতাকে সাসপেন্ড করেছিল দল।
দলের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর টানাপোড়েনের শুরু থেকেই তাঁর পাশে ছিলেন কনিষ্ক পণ্ডা। প্রকাশ্যেই শুভেন্দুবাবুকে সমর্থন করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন তিনি। শনিবার কাঁথিতে খোলা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সহায়তা কেন্দ্র। উল্লেখজনকভাবে ওই দফতরে দেওয়ালের রঙ করা হয়েছে গেরুয়া। সে ব্যাপারে বলতে গিয়েই এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে কনিষ্ক পণ্ডা বলেন, 'তৃণমূল তো ত্যাগী। সেই ত্যাগ বোঝাতেই গেরুয়া রঙ। রাজনীতি চলতে থাকবে। দিদিকে যতদিন না আমরা মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকে সরাতে পারছি ততদিন পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে এবং ময়দানে দেখা হবে।'
সম্প্রতি নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কনিষ্ক। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের কাছে খবর আছে, শুভেন্দু অধিকারীকে খুনের চক্রান্ত চলছে। জরুরি ভিত্তিতে তাঁর নিরাপত্তার প্রয়োজন।' শুভেন্দুর নিরাপত্তা চেয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কাছে শীঘ্রই শুভেন্দু অনুগামীর একাংশ যাবেন বলে জানিয়েছিলেন কনিষ্ক।
এর আগে কনিষ্ক পণ্ডার মুখে শোনা গিয়েছিল এই কথা 'তাড়ালে আমরা চলে যাব। আমরা এখানে থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষিত নই বা শুভেন্দু অধিকারী কোনওভাবে পদের লোভী নন।' এবার কনিষ্ক পণ্ডাকে বহিষ্কার করে শুভেন্দু অধিকারী—সহ দলবিরোধী অন্য সকলকে বার্তা দিল তৃণমূল, এমনই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এরপর থেকে তাঁকে নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে। অবশেষে রবিবার তাঁকে দল বিরোধী কাজের দল থেকেই বহিষ্কার করে কড়া বার্তা দিল রাজ্যের শাসকদল।

ক্ষমতায় এলেই ৭৫ লাখ যুবক যুবতীদের চাকরি দেবে বিজেপি, ঘোষণা নেতৃত্বের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে একের পর উন্নয়ন মূলক ঘোষণা করছে রাজ্যের শাসক দল। এই অবস্থায় পিছিয়ে নেই বঙ্গ বিজেপিও। ক্ষমতায় এলেই ৭৫ লাখ যুবক যুবতীকে চাকরি দেবে বলে রবিবার প্রতিশ্রুতি দিল বিজেপি। এদিন হেস্টিংসে রাজ্য বিজেপির নয়া কার্যালয়ে বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায় ও সাংসদ সৌমিত্র খাঁর উপস্থিতিতে জব কার্ডের রেজিস্ট্রেশন হয়।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় রাজ্যের শাসক দলের বেকারত্ব দূরীকরণ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপি নেতারা। এরপরেই বিজেপি ক্ষমতায় এলে চাকরির প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করেন তাঁরা। বলেন, 'আগামী ২ মাসের মধ্যে ৭৫ লাখ বেকার যুবক যুবতীদের কাছে পৌঁছে যাবে বিজেপি। এদের নাম ঠিকানা নথিভুক্ত করে রাখা হবে। এরপরে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলেই এদের প্রথম চাকরি দেওয়া হবে'।
বাংলার বেকারত্ব নিয়ে মমতার সরকারকে একহাত নেন এককালীন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায়। অভিযোগের সুরে বলেন, ' এখন বাংলায় শিল্প সম্মেলন হয়। কিন্তু বিনিয়োগ হয়না। সিঙ্গুরেও হয় নি। টাটা কে তাড়ানো ছিল সব থেকে ভুল পদক্ষেপ'।
রাজ্যের শাসক দল যেভাবে নির্বাচনের আগে একের পর এক উন্নয়ণ মূলক ঘোষণা করছে তাতে করে নিজেদের পায়ের তলার জমি টিকিয়ে রাখতে গেরুয়া শিবিরের এহেন ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

সন্ত্রাস বন্ধ করতে নির্বাচন কমিশনের কাছে এখনই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আর্জি কৈলাসের

বীরভূম, ১৩ ডিসেম্বর(হি.স.) : গত কয়েকদিন আগে জেপি নাড্ডার কার্যক্রমে তৃণমূলের হামলা এবং গোটা রাজ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী তৃণমূল সরকারের স্বৈরাচারী শাসন বন্ধের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এখনই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আরজি জানাতে চলেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গী। তার দাবি এ রাজ্যে ভয় এবং সন্ত্রাসের একনায়কতন্ত্র চলছে। আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। যদি রাজ্যে এখনই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন না করা হয় তাহলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করাটাই একটা সবথেকে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়তে পারে। রবিবার বীরভূমের বোলপুরে একটি দলীয় কার্যক্রম এসে বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় এমনই দাবি করেন সংবাদ মাধ্যমের সামনে।
এদিন তিনি আগামী ২৪ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীতে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল সভার অনুষ্ঠান নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকের শেষে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, "পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রী আতঙ্ক এবং সন্ত্রাস তৈরি করার চেষ্টা করছেন। উনি ভাবছেন আবার করে আতঙ্ক এবং সন্ত্রাসের উপর নির্ভর করে তিনি রাজ্যে ক্ষমতায় আসবেন। আমি মনে করি বাংলার সংস্কৃতিতে কোথাও সন্ত্রাস ও ভয় থাকা উচিত নয়। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করব যেন জনগণ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন। আতঙ্ক এবং সন্ত্রাসের রাজনীতি শেষ হোক। তার জন্য রাজ্যে এখন থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হোক।"
প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল সভা প্রসঙ্গতে তিনি বলেন, "আগামী ২৪ তারিখ বিশ্বভারতীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সেই বিষয়ে উপাচার্যের সঙ্গে কিছু কথোপকথন হয়। এর বেশি কিছু না।'

গোপীবল্লভপুরে হাতির তান্ডব

ঝাড়্গ্রাম, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার সকালে গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক চুড়ামনি মাহাতোর গ্রামে তান্ডব চালালো ৯ টি হাতি। এদিন সকালে মাণিকপাড়া রেঞ্জের দিক থেকে জুয়ালভাঙ্গা হয়ে আমলাচটি বীটে হাতির দলটি প্রবেশ করে। ওই এলাকায় কয়েক বিঘার জমির ধন একেবারে তছনছ করেছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।
জানা গিয়েছে মাণিকপাড়া, লোধাশুলি বাঁদরভোলা রেঞ্জ এলাকায় কয়েকদিন ধরেই এই ৯ টি হাতি ঘোরাঘুরি করছে। বনদফতরকে হাতি গুলি তাড়ানোর জন্য বারে বারে জানানো হলেও হাতি গুলি তাড়াচ্ছে না বলে অভিযোগ। এদিকে হাতি গুলিকে তাড়াতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন বনদফতরের বনকর্তারা। যদিও বনদফতরের দাবি হাতি গুলিকে তাড়ানো হলেও খাবারের সন্ধানে বারে বারে ঘুরে আসছে।
উল্লেখ্য শালবনী, শিরষি, বরিয়া, আমলাচটি, লবকুশ, জুয়ালভাঙ্গা এলাকায় দু একটি স্থায়ী হাতি সারা বছর ধরে তান্ডব চালায়। এবারে একসাথে ৯ টি হাতি এলাকায় চলে আসায় বেশ আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সন্ধ্যায় হাতি গুলিকে শিরশি, বরিয়া হয়ে কলাবনীর জঙ্গল হয়ে হাতি গুলিকে ঝাড়খন্ডের দিকে ড্রাইভ করানো হবে।
উল্লেখ্য জঙ্গলমহলের ঝাড়্গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সারা বছর ধরে হাতির তান্ডব লেগে থাকে। যার ফলে সবজি, ধান সহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কৃষকদের অভিযোগ যে পরিমানে হাতি ক্ষয়ক্ষতি করে সে পরিমানে ক্ষতিপূরণ দেন না বনদফতর। এবিষয়ে গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক চুড়ামনি মাহাতো বলেন,' এদিন সকালে ৯ টি হাতি আমলাচটি গ্রামে ঢুকে জমিতে পাকা ধান খেয়ে, মায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করেছে। হাতি গুলিকে তাড়ানোর জন্য বনদফতরকে জানিয়েছে। '

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনায় আক্রান্ত ২৫৮, মৃত্যু হয়েছে ৪৭জনের

কলকাতা, ১৩ডিসেম্বর (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় ফের রাজ্যে কমল দৈনিক সংক্রমণ। রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫৮০জন আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ২৯৯৪জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৩.৯৪শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৭জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.১২শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। রবিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।
এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২২হাজার ৫৭৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ২১হাজার ৭৯৫জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৪লাখ ৯০হাজার ১৬৫জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯০৫৭জনের।
এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬৮জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৭১২জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫৪৮৩জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৭০১জন।
এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪১হাজার ২১৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৪লাখ ২৩হাজার ৪৯৬টি। এখন রাজ্যে ৯৬টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

সমকাজে সমবেতন সহ একগুচ্ছ দাবীতে, দুর্গাপুরে বিএমএসের মহামিছিল

দুর্গাপুর, ১৩ ডিসেম্বর(হি.স.): সমকাজে সমবেতন সহ একগুচ্ছ দাবীতে সরব হল শিল্পাঞ্চল ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ(বিএমএস)। রবিবার দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি থেকে বেনাচিতির পাঁচমাথা মোড় পর্যন্ত মহামিছিল করে বিএমএস। পাঁচমাথা মোড়ে বিক্ষোভ সভা করে।
প্রসঙ্গত, কয়েকমাস ধরে শিল্পাঞ্চলে ঠিকাশ্রমিকদের সার্থে আন্দোলন শুরু করেছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস)।
তাদের দাবী,' সমস্ত ঠিকাশ্রমিকদের সরকারি নির্ধারিত নুন্যতম মজুরি দিতে হবে। ঠিকাশ্রমিকদের পিএফ, ইএসআই দিতে হবে। ফ্যাক্টরী আইন মেতাবেক ঠিকাশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ব্যাবস্থা করতে হবে। বিএমএসের সাংগঠনিক আসানসোল জেলার সম্পাদক অসীম পরামানিক জানান,' ৮ দফা দাবীতে আমাদের লাগাতার আন্দোলন চলছে। শিল্পাঞ্চলে বহু কারখানায় ঠিকাশ্রমিকরা আজও শোষনের শিকার। নুন্যতম মজুরী পায় না। আবার কোথাও পিএফ, ইএসআই থেকে বঞ্চিত। তাই আমাদের দাবী সরকারি নির্ধারিত নুন্যতম মজুরি দিতে হবে। সমকাজে সমবেতন লাগু করতে হবে। এবং শ্রম আইন কার্যকর করা। কারখানায় কর্মক্ষেত্রে ঠিকাশ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। অবিলম্বে দাবী না মানলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।'
এদিন মিছিলে প্রতিবাদি মহিলা শ্রমিকদের ভিড় ছিল। মিছিলে সামিল ছিলেন বিএমএসের ছিলেন অরূপ রায় ও শিখা মন্ডল মত বিএমএস কার্যকর্তাগন। শিল্পশহরে বিভিন্ন কলকারখানার ২০০ শ" জন শ্রমিক বিএমএসে যোগ দেন।

নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য এবার স্বাস্থ্যভবন অভিযান করবেন রোগী সহায়করা

ক্যানিং, ১৩ ডিসেম্বর (হি স): এবার নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করবেন রাজ্যের রোগী সহায়করা। আগামী ২১ শে ডিসেম্বর তাঁরা স্বাস্থ্যভবনে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেবেন। আর তার আগেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলায় গিয়ে নিজেদের সংগঠনের কর্মীদের সাথে বৈঠক করছেন রোগী সহায়ক সমিতির রাজ্য নেতৃত্ব। শনিবার দক্ষিন ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে ও এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মিঠুন ঘোষ, দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি বাসন্তী দাস, সহ সভাপতি শঙ্কু দাস সহ অন্যান্যরা।
রাজ্যের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কাজ ছাড়াও, আউটডোরে টিকিট দেওয়া, জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদান, রোগীদের গাড়ি থেকে ওঠানো, নামানো সহ হাসপাতালের গ্রুপ ডি কর্মীরদের যাবতীয় কাজ এই রোগী সহায়করা। এমনকি ভোটের ডিউটিতে ও তাঁদেরকে পাঠানো হয়। এছাড়া হাসপাতালের ঊর্ধতন আধিকারিকদের নানাধরনের ফাই ফরমাস ও খাটতে হয় তাঁদেরকে। কিন্তু তবুও অনেক হাসপাতাল আধিকারিক নানাভাবে এই রোগী সহায়কদের সাথে খারাপ আচরণ করেন বলে অভিযোগ। বারে বারে তাঁদের কাজ থেকে নাকচ করে দেওয়ার জন্য হুমকি ও দেওয়া হয়। সারা বছর তাঁদের টানা কাজ করতে হয়। সেভাবে কোন ছুটি মেলে না। এমনকি মহিলা রোগী সহায়করা মাতৃত্বকালীন ছুটি ও পান না। আর সেই কারনে এইসব সমস্যার সমাধানের দাবীতে এবার স্বাস্থ্যভবনে স্মারকলিপি দিতে চলেছেন রাজ্যের রোগী সহায়করা। তাঁদের দাবী দুয়ারে সরকার কর্মসূচীতে যেভাবে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড রাজ্য জুড়ে সাধারন মানুষকে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছে সরকার তাতে রোগী সহায়কদের বিস্তর চাপ বাড়তে চলেছে। কিন্তু অবিলম্বে তাঁদের সমস্যা সমাধান না হলে এতো বিপুল চাপ নিয়ে তাঁদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। আর সেই কারনেই দ্রুত যাতে তাঁদের সমস্যার সমাধান হয়, সেদিকে সরকার লক্ষ্য দিক।

সুন্দরবনে বাঘে তুলে নিয়ে গেল এক মৎস্যজীবীকে

সুন্দরবন, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার মুখে পড়লেন এক মৎস্যজীবী। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের পীরখালির জঙ্গলে। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম বাদল বৈরাগী(৩৫)।
গোসাবার বালি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয়নগর গ্রাম থেকে দিন তিনেক আগে দুই সঙ্গীর সাথে বাদল গিয়েছিলেন সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে। সেখানে আজ সকালে যখন তাঁরা পীরখালির জঙ্গলে কাঁকড়া ধরার জন্য নদীর চরে নেমেছিলেন, তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি বাঘ আচমকা জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে লাফিয়ে পরে বাদলের উপর। তাঁকে ধরে মুহূর্তে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পরে বাঘটি। সঙ্গীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাদলকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে চলে যায় বাঘ। তাঁর সঙ্গীরা ফিরে এসে বিষয়টি বনদফতরকে জানালে, বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উদ্ধার করতে পারেননি বাদলকে। ঘটনার খবর এলাকায় এসে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বাদলের পরিবার। ঠিক কিভাবে ঘটনাটি ঘটল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বন দফতর। এঁদের জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরার অনুমতি ছিল কিনা সে বিষয়টি ও খতিয়ে দেখছে বন দফতর।

সুন্দরবনে সিলেন্ডার ফেটে ভুটভুটিতে আগুন, প্রানে বাঁচলেন ৩৫ পর্যটক

সুন্দরবন, ১৩ ডিসেম্বর (হি স): সুন্দরবনে বেড়াতে এসে প্রানে বাঁচলেন জনা পঁয়ত্রিশ পর্যটক। ভুটভুটিতে পর্যটকদের জন্য রান্নার সময় আচমকা গ্যাস সিলেন্ডার ফেটে আগুন ধরে যায়। কোনমতে জ্বলন্ত ভুটভুটি থেকে নদীতে ঝাঁপ দেন সকলে। মৈপীঠ কোস্টাল থানার পুলিশ ও বনকর্মীদের যৌথ উদ্যোগে সকলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বনি ক্যাম্পের কাছে।
নামখানা থেকে জনা ৩৫ এর পর্যটকদের একটি দল বেড়াতে এসেছিলেন সুন্দরবনে। সকাল থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ভুটভুটিতে ঘোরাঘুরি করছিলেন তাঁরা। এদিন দুপুরে যখন তাঁদের ভুটভুটি যখন বনি ক্যাম্পের কাছে ছিল তখনই আচমকা রান্নার গ্যাস সিলেন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। তা থেকেই আগুন ছড়িয়ে পরে সমগ্র ভুটভুটিতে। আতঙ্কে পর্যটকরা সকলেই নদীতে ঝাঁপ দেন। তবে ভুটভুটি চালকের উপস্থিত বুদ্ধির জেরে প্রানে বেঁচেছেন সকলেই। ভুটভুটিতে আগুন লাগলে সকলে চিৎকার শুরু করেন। সেই সময়, আশপাশের মৎস্যজীবীরাও এগিয়ে আসেন তাঁদের সাহায্যের জন্য। বারাসাতের আমডাঙ্গা থেকে থেকে এসেছিলেন এই পর্যটকদের দলটি। উদ্ধারের পর তাঁদের সকলকে মৈপিঠ কোস্টাল থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। সেখান থেকে তাঁদেরকে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করছে পুলিশ। এই ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত পর্যটকরা।

৩৫ বছর পর বিদ্যুৎ সংযোগ পেল দুর্গাপুর ডিপিএল সাব-স্টেশন বস্তিতে

দুর্গাপুর, ১৩ ডিসেম্বর(হি.স.): ওদের হাতেই তৈরী শহরের অভিজাত এলাকার অট্টালিকা। কাজের সুত্রে এসে শহরর একচিলিতে বসবাস। আর তারপর আজও বস্তিবাসী। বছরের পর বছর প্রদীপের নীচে অন্ধকারেই বসবাস করেছে। পায়নি বিদ্যুৎসংযোগ। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আঁধার ঘুঁচে আলো জ্বলল। কেন্দ্রীয় ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার ডেভেলাপমেন্ট স্কীমে বিদ্যুৎ সংযোগ পেল শিল্পশহর দুর্গাপুরের বিধাননগরের ডিপিএল সাব-স্টেশন বস্তি। বিদ্যুৎ সযোগ পেয়ে বেজায় খুশী এলাকার পড়ুয়া থেকে বাসিন্দারা। দুর্গাপুর পুরসভার ২৭ নং ওয়ার্ডের বিধাননগর ডিপিএল সাব-স্টেশন বস্তি। বিধানগর অভিজাত এলাকা তৈরীর পর থেকে ওই বস্তি গড়ে ওঠে। বছর পয়ঁত্রিশ আগে কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ ঠিকাশ্রমিকের কাজে এসে ওখানেই বসবাস শুরু করে। বস্তি গড়ে উঠলেও নানান জটিলতায় অন্ধকারেই দিন কাটে। আলোকজ্জ্বল শহরের একচিলিতে অন্ধকার বস্তি। যেন প্রদীপের নিচে অন্ধকার। আলের অভাবে ওইসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় সমস্যা হয়। তারমধ্যে হ্যারিকেনের বাতিতেও বস্তির প্রায় শ"খানেক পড়ুয়া উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে। কিন্তু আক্ষেপ, বস্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায়। বছর খানেক আগে বস্তির কয়েকজন স্থানীয় বিজেপি নেতা অমিতাভ ব্যানার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপর তিনি স্থানীয় বিদ্যুৎ দফতরের দারস্ত হন। রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের তৎপরতায় কেন্দ্রীয় ইন্টিগেটেড পাওয়ার ডেভেলাপমেন্ট স্কিমে শহরের বিভিন্ন অনুন্নত বস্তি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ কাজ শুরু হয়। ওই স্কিমে ডিপিএল সাব-স্টেশন বস্তিতে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বসে। বস্তির প্রায় ৫৫ টি পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগ পায়। রবিবার ছিল ওই বস্তির বিদ্যুৎ পরিষেবার উদ্বোধন। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে উদ্বোধন হয়। আলো জ্বলে ওঠে ডিপিএল সাব-স্টেশন বস্তিতে।
স্থানীয় পড়ুয়া পুজা প্রসাদ, বিধানচন্দ্র মাহাত জানায়,' আমাদের জন্ম থেকেই দেখছি এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। হ্যারিক্যানের ল্যাম্পের আলোতেই পড়াশোনা করে এসেছি। আজ বিদ্যুৎ সযোগ পেয়ে খুবই খুশী।' স্থানীয় বিজেপি নেতা অমিতাভ ব্যানার্জী জানান,' পশ্চিমবাংলায় এখনও অনেক গ্রাম, বস্তিতে বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি। কেন্দ্র সরকারের এই স্কীমে বহু গরীব বস্তি, গ্রাম উপকৃত হবে।'

মান ভাঙাতে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে করলেন পার্থ -প্রশান্ত

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): মান ভাঙাতে রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত কিশোর। কিন্তু বৈঠকের নির্যাস নিয়ে জল্পনার অবসান করলেন না কোনও পক্ষই। বরং আরও খানিকটা জল্পনা উস্কে দিলেন বনমন্ত্রী।

বেশ কিছুদিন থেকেই দল বিরোধী সুর শোনা গিয়েছিল রাজীববাবুর গলায়। এরপরেই তাকে বোঝানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে দল। রবিবার রাজীববাবু বলেন, 'দলীয় বৈঠকের জন্য এসেছিলাম। আলোচনা হল। প্রয়োজনে পড়ে আবার আলোচনা হবে'। তবে দলের সঙ্গে কোনও সমস্যা তৈরি হলে সেই সমস্যা আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়ার পক্ষেই সওয়াল করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'মনে করি দলের কারোর যদি কোনও সমস্যা তৈরি হয়। তবে তা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া উচিত'।

এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাকতলার বাড়িতে দেড় ঘণ্টা বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে তেমন কোনও ইঙ্গিত পূর্ণ কথা না বললেও শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যে তাঁর তুলনা চলে না সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী আলাদা, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদা। কারও সঙ্গে কারোর তুলনা চলে না। উনি ওনার কথা বলেছেন। আমি আমার কথা বলেছি'।

অন্যদিকে, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর পোস্টারে ছয়লাপ হয়েছে জেলা সহ শহর কলকাতা। যাতে প্রচারের সৌজন্যে দেখা গেছে " দাদার অনুগামী" দের। এই বিষয়টিতে অবশ্য বনমন্ত্রী জানিয়েছেন, ' এটা কারা করছে জানি না। যারা করছে তাঁদের নিজেদের ব্যাপার। আমার এই নিয়ে কিছু বলার নেই'।

জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে তৎপরতা তুঙ্গে

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): আগামীকাল থেকে তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জনসভা ঘিরে প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। দফায় দফায় পুলিশ প্রশাসন টহল দিচ্ছে এলাকায়। আগামীকাল থেকে তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।
সোমবার তিনি শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেবেন। ওদিন বেলার দিকে তাঁর বিমান নামবে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে। তিনদিনের সফরে উত্তরবঙ্গে জুড়ে একাধিক রাজনৈতিক জনসভা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে এবিপিসি ময়দানে প্রচুর মানুষের ভিড় হতে পারে। তাই যানজট এড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা রাখছে পুলিশ। জলপাইগুড়ি সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৎপরতা তুঙ্গে। দফায় দফায় বৈঠক করছেন পুলিশ প্রশাসন এবং পুরসভার কর্তারা।

এছাড়াও জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার দুই জেলার কর্মীদের এই সভায় উপস্থিত থাকার কথা। দু'জায়গায় হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এরপর মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার এই দুই জেলাকে নিয়ে জলপাইগুড়িতে একটি রাজনৈতিক সভায় বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর বুধবার তিনি থাকবেন কোচবিহারে। সেখানে রাসমেলা ময়দানে তাঁক একটি রাজনৈতিক জনসভা রয়েছে বলে খবর।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

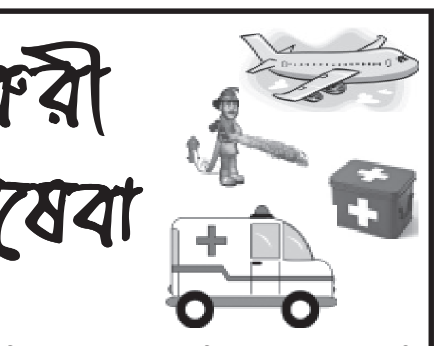

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অপরাধ যদি করে তাহলে সে পালিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করে: রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): শিরাকোলে বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলা নিয়ে তুঙ্গে রাজ্য রাজনীতি। এরমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি কে তলব করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তবে এই হাজির হওয়ার বিষয়টি খারিজ করার আবেদন করেছেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
এই পুরো বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের শাসক দলকে একহাত নিয়েছেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। রাহুল বাবু এই প্রসঙ্গে বলেন, 'অপরাধ যদি করে তাহলে সে পালিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করে। যদি অপরাধ না হত তাহলে ডিজি, মুখ্যসচিব বুক ফুলিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সামনে যেত'।
প্রসঙ্গত, গতকাল কোচবিহারের তুফানগঞ্জে মৃত দুই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে দেখা করতে আসেন তিনি। দুই কর্মীর পরিবারের হাতে আড়াই লাখ টাকা করে চেক তুলে দেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, 'বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের খুন করছে তৃণমূল। মানুষ নির্বাচনে এর জবাব দেবে'।

সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভগবতের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): দুদিনের সফরে রাজ্যে এসেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডা: মোহন ভগবত। রবিবার তাঁর সঙ্গে কেশব ভবনে দেখা করলেন রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়। যার পর এই বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। এদিন সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ নাপরাজিত দেখা করতে যান সেখানে।অত্যন্ত দক্ষ আইপিএস অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন নাপরাজিত। তিনি রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে বেশ কয়েক বছর কর্মরত ছিলেন। এদিন প্রায় ৪০ মিনিট বৈঠক হয় তাঁদের। যদিও এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খোলেননি কেউ।
সূত্রের খবর অনুযায়ী মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করার কথা প্রখ্যাত শিল্পী তেজেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। এছাড়া আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার কথা আছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু যেভাবে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা তথা রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় এদিন সংঘ প্রধানের সঙ্গে দেখা করলেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রোর কাজ প্রায় শেষ

কলকাতা,১৩ ডিসেম্বর(হি স): দীর্ঘ কয়েক মাস করোনা কাঁটায় মেট্রো বন্ধ থাকার পর থাকার পর অবশেষে চালু হয়েছে কলকাতা মেট্রো পরিষেবা। এরই মাঝে অন্যদিকে জটিলতা কাটিয়ে খুব শীঘ্রই শুরু হবে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো। দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর কাজ প্রায় শেষ। নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে চলছে জোর কদমে কাজ। অন্যদিকে বরানগর মেট্রো স্টেশন সাজানোর কাজ শেষ। জোরকদমে চলছে বরানগর মেট্রো স্টেশন এলাকায় বাকি সাজানোর কাজ। প্রতিদিন কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখছেন, আর ভি এন এল ও মেট্রো রেলের আধিকারিকরা। দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন দেখতে হয়েছে অনেকটা মন্দিরের আদলেই। এমনকি ডানকুনি-শিয়ালদহ শাখায় দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকেও মেট্রো চড়ার জন্য রাস্তা থাকছে।

বেতন বাড়তে পারে পুর স্বাস্থ্য কর্মীদের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): এবার পুরসভার স্বাস্থ্য কর্মীদের বেতন বাড়তে চলেছে। এমনকি তাদের অবসরকালীন বেশ কিছু সুবিধেও দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। তবে পুরোটাই এখন প্রাথমিক আলোচনা স্তরে রয়েছে। এই বিষয়টি এখন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তাঁর বিচারাধীন রয়েছে। অর্থ মন্ত্রক থেকে অনুমোদন মিললেই বিষয়টা চূড়ান্ত হবে।
শুক্রবারই নিজেদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে নবান্ন অভিযান করেছিলেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। সেখানে তাঁদের দাবি ছিল, স্থায়ীকরণ সহ তাঁদের কর্মজীবন বাড়িয়ে ৬৫ বছর পর্যন্ত করতে হবে। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে নরে চড়ে বসে পুর কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে ফিরহাদ হাকিম জানান , বেতন বৃদ্ধি করা হবে এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। বিষয়টি কার্যকর করার জন্য আর্থিক অনুমোদনের অপেক্ষা করা হচ্ছে। তবে অবশ্য অবসরকালীন বয়স ৬৫ বছর করা হবে কি না সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি তিনি।

বেহালায় বাড়ির একাংশ ভেঙে দুর্ঘটনা

কলকাতা,১৩ ডিসেম্বর (হি স):দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহর জুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে রবিবার ছুটির সকালে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পরলো বেহালায় বাড়ির একাংশ। আহত বেশ কয়েকজন। জখম তিন একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
রবিবারর ছুটির সকালে বেহালা নীলাঞ্জনা অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দার একাংশ হঠাৎ ভেঙে পরে।
ওই অ্যাপার্টমেন্টের চার তলার বারান্দায় দুইজন রাজ মিস্ত্রী কাজ করছিলেন। হঠাৎ সেই বারান্দা ভেঙে পরে।ভেঙে পরায় দুই জন রাজ মিস্তি উপর থেকে নিচে পরে যান। এক জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। অন্যদিকে ওই অ্যাপার্টমেন্টের নীচে একজন সব্জি বিক্রেতার পা ভেঙে গিয়েছে বারান্দা ভেঙে পরায়। জখম ওই তিন জনকেই বিদ্যাসাগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জামাল ভুঁইয়া

তিনের পাতার পর

বৃহস্পতিবার মহামেডানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল জামালের। কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় এখন জামালের কলকাতায় আসা নিয়েও অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছে।
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এবং কাতার ফুটবল অ্যাসেসিয়েশন সবসময় জামালের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখছে। জামাল করোনাতে আক্রান্ত হওয়ার পর মহামেডান তাঁর জায়গায় এশিয়ান কোটায় নতুন ফুটবলার খুঁজছে বলে সূত্রের খবর।

এনসিপি

তিনের পাতার পর

সত্যাসত্য নিয়ে কৈফত দিতে হবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেই। কৃষকরা নতুন কৃষি আইন বিলোপের দাবি করলেও কেন্দ্রীয় সরকার সেই কথা শুনছে না।
উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৮তম দিনে পড়ল কৃষক আন্দোলন। দিন যত যাচ্ছে পরিস্থিতিত তো জটিল আকার ধারণ। যোগ কাটানোর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে আসেন কৃষিমন্ত্রী। কেন্দ্রের তরফ থেকে বৈঠকের কথা বললেও কৃষকরা বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে চাইছে। কৃষকদের তরফের দাবি করা হয়েছে অবিলম্বে তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে হবে।

কৃষিমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

পথ বের করা নিয়ে আলোচনা করা হয়।
উল্লেখ করা যেতে পারে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর কৃষকদেরকে উদ্দেশ্য করে জানিয়েছেন যে সরকার ফের আলোচনায় বসতে রাজি। অবস্থান-বিক্ষোভ তুলে দিয়ে কৃষকদের উচিত আলোচনার টেবিলে বসা।
সোমবার কৃষকদের সমবেদনা জানিয়ে ও কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন তিনটি কৃষি আইনের প্রতিবাদে দলীয় নেতা ও কর্মীদের নিয়ে অনশনে বসবেন আম আদমি পার্টির নেতা তথা দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।
কৃষক আন্দোলনে যে রাজনৈতিক রঙ লেগে গেছে তা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি কৃষকদের ডাকে হয়ে যাওয়া ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছিল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, সমাজবাদী পার্টি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি। এমনকি বিক্ষোভরত কৃষকদের পাশে গিয়ে সমবেদনা জানিয়ে এসেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা। সেই তালিকায় ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার কৃষকদের পক্ষ নিয়ে সোমবার অনশনে বসতে চলেছেন তিনি। রবিবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, ঔদ্ধত্য ত্যাগ করে নতুন তিনটি কৃষি আইন বাতিল করে দেওয়া উচিত কেন্দ্রের। কেন্দ্রের তরফে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের নিশ্চয়তা কৃষকদের দেওয়াটা জরুরি।

বিটিআর

● **প্রথম পাতার পর**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর বিশ্বাস অটুট রাখায় অসম সহ উত্তরপূর্বের জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
টান টান উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার গভীর রাতে বিটিআর নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেছে রাজ্য নির্বাচন দফতর। চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী ক্ষমতাসীন বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ) ১৭, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল) ১২, বিজেপি ৯, কংগ্রেস ০১ এবং গণ সুরক্ষা পার্টি ১-টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি দুই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এক আসনে ইউপিপিএল প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন তিনি। এদিকে ইউপিপিএল সভাপতি প্রমোদ বড়ো দুই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উভয় কেন্দ্রেই বিজয়ী হয়েছেন।
পরিষদ গঠন করতে প্রয়োজনীয় ম্যাজিক নম্বর ২১ কোনও দলই পায়নি। তাই নিশ্চিত ধারণা করা হয়েছিল জোট বেঁধেই বিটিআর পরিষদ গঠন হবে। এবং তা হবে নির্বাচন-পূর্ব অলিখিত মিত্রজোট বিজেপি এবং ইউপিপিএল-কে নিয়ে। তা-ই হয়েছে। এদিকে রাজ্য রাজনীতিতে বহুচর্চিত মহাজোটের বার্তা বহনকারী কংগ্রেস এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে আঁতাত গড়ে বিটিআর নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস একটি আসনে জয়লাভ করেছে।

বিক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর**

অধ্যাদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে ।জনস্বার্থ এবং কর্মচারী সম্বলিত ৯দফা দাবিতে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে সংগঠনের সম্পাদক অঞ্জন রায় চৌধুরী জানিয়েছেন ।ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ৯ দফা দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে ব্যাপক সংখ্যায় সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা শমিল হন ।আগামী দিনেও আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকার জন্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়েছেন।
আন্দোলনে শামিল হয় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অঞ্জন রায় চৌধুরী অভিযোগ করেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ছেলে খেলা শুরু করেছে ।কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের কার্যকলাপ কর্মচারী সমাজ কোনভাবেই মেনে নেবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ।কেন্দ্রীয় সরকারকে এসব বিষয়ে হুঁশিয়ারি করে অঞ্জন বাবু বলেন এখনও যদি কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে কর্মচারীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী থাকতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
উল্লেখ্য রাজ্য থেকে প্রতিনিয়ত গাজা নানা কৌশলে সড়কপথে বহি রাজ্যে পাচার করা হচ্ছে ।রাজ্য সরকার গাঁজা চাষ এবং গাঁজা পাচার নিষিদ্ধ করা সত্বেও একাংশের অতি মুনাফালোভী মানুষজন গাঁজা চাষ এবং গাঁজা পাচার অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ এ ধরনের গাঁজা চাষ এবং গাঁজা পাচার এর বিরুদ্ধে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে ।গত বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান এবং গাঁজা পাচার বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।
তাতে পরপর সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছে পুলিশ ।রাজ্যেকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যেই এ ধরনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ।উল্লেখ্য রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারের সেই প্রয়াস সফল করার লক্ষ্যেই আরক্ষা প্রশাসন কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

লোকজনদের জানান। খবর পাঠানো হয় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশকে ।খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে ।ফাঁসিতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই দুর্গাবাড়ি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যুর জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভাইরাস

● **প্রথম পাতার পর**

জানুয়ারির শেষেই টিকাকরণের কাজ শুরু করতে পারবেন তাঁরা। নীতি আয়োগের সদস্য তথা দেশের কোভিড এক্সপার্ট কমিটির অন্যতম মাথা বিনোদ পল দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, নিয়ামক সংস্থা ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার উপর কোনও ধরনের চাপ তৈরি করা হচ্ছে না। ফিকির অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'সব ধরনের চাহিদা পূরণ হলে তবেই ভ্যাকসিনে সিলমোহর দেওয়া হবে।'

রবিবাসরীয় সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে ঘুম ভাঙলো উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং হরিয়ানার। দেশের অন্যতম বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুয়াশার জন্য ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগামী পাঁচ দিন পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সকালের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে। উত্তরপ্রদেশে প্রতিবেশী রাজ্য উত্তরাখণ্ডে এই পরিস্থিতি তিনদিন পর্যন্ত থাকবে।
এদিন প্রয়াগরাজে কুয়াশার জন্য দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। সেখানকার নিত্যযাত্রী অঙ্কিত তিওয়ারি জানিয়েছেন, একাধিক ট্রেন দেরিতে চলছে। কয়েকটি আবার বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি বিশেষ ট্রেনগুলিও কয়েকটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা অপর এক যাত্রী রঞ্জন শুক্লা জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর পিতাকে নিয়ে বিগত দুই ঘন্টা ধরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ট্রেনের অপেক্ষায়।

সহায়তা

● **প্রথম পাতার পর**

কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা ব্লকের গৌরীশংকরপুরে সম্পতি নিহত শ্রীকান্ত দাসের বাড়িতে যান। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিহত শ্রীকান্ত দাসের প্রতিকৃতিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন, উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা, উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা নাগেশ কুমার বি, পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক চাঁদনি চন্দ্রান, ডি সি এম দিব্যেন্দ দাস প্রমুখ। উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা, উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা প্রমুখও নিহত শ্রীকান্ত দাসের প্রতিকৃতিতে পুপার্ঘ অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।
সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিহত শ্রীকান্ত দাসের স্ত্রী শীলা দাস, মাতা রীনা দাসের সাথে কথা বলেন এবং তাদের পরিবারের সকলের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী নিহত শ্রীকান্ত দাসের পরিবারের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নেন এবং নিহত শ্রীকান্ত দাসের স্ত্রী শীলা দাসের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রশাসন থেকে নিহত শ্রীকান্ত দাসের পরিবারের অন্যান্য সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সবরকম খোজ খবর নেওয়া হবে ও সহযোগিতার করা হবে।
তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ গৌরীশংকরপুরের বাসিন্দা পানিসাগরে রাস্তা অবরোধের সময়ে পায়ে গুলী লেগে আহত গকুল চন্দ্র দাসের বাড়ীতেও যান এবং তাদের পরিবারের সকলের সাথে কথা বলেন। আহত গকুল চন্দ্র দাসের চিকিৎসা বাবদ খরচের যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র প্রস্তুত করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বরযাত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

পাশাপাশি বাকিদের চিকিৎসা চলছে পাথারকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।তবে বর ও কনে অক্ষত থাকার খবর পাওয়া গেছে ।আহতেদের পুরো নাম ও ঠিকানা জানা যায়নি ।ঘটনার পর কাঁঠালতলি পুলিশের ইনচার্জ সঞ্জীব সিনহা তড়িঘড়ি তদন্তে নেমে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যাবস্থা করে দেন ।জানা গেছে কুকিতলের অখিল পাশীর ছেলে পিন্টু পাশী শিলচর থেকে বিয়ে করে সবাইকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে ।এমন কান্ডে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।
এদিকে, মোহনপুরের কাঠালতলীতে বাইকের ধাক্কায় এক নাবালিকা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত নাবালিকাকে উদ্ধার করে মোহনপুর প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে একটি বাইকে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঠালতলীতে এক নাবালিকাকে ধাক্কা দেয়। বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে না বালিকাটি গুরুতরভাবে আহত হয়। স্থানীয়রা আহত নাবালিকাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এদিকে দুর্ঘটনার পরপরই বাইক চালক বাইক ফেলে পালিয়ে গেছে। সেথায় থানার পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে ।এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নয় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা উল্লেখিত হয়েছে ।বাইক চালকদের অসাবধানতা এবং দ্রুতগামী তার ফলেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

জে পি নাড্ডা

● **প্রথম পাতার পর**

আছে এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো বাড়িতেই নিভৃতবাসের যাবতীয় নিয়মকানুন পালন করছি। আমার অনুরোধ, গত কয়েকদিনে যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা দয়া করে নিজেদের আলাদা পরীক্ষা করিয়ে নিন।"
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবারের শিরাকোলে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কনভয়ে হামলা হয়। যার জেরে তৃণমূল-বিজেপি চাপানউতোর শুরু হয়। এরাজ্যে সফরে এসে নাড্ডা দলের বিভিন্ন সভায় অংশ নেন। প্রচুর মানুষের সংস্পর্শেও এসেছেন তিনি।
এর আগেও বিজেপির একাধিক শীর্ষস্থানীয় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্ত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বঙ্গে বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ-সহ একাধিক নেতারা।

রাষ্ট্রপতি

আটের পাতার পর

২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সকালে ৫ জন সশস্ত্র জঙ্গী অতর্কিতে দিল্লির সংসদ ভবনে ঢুকে হামলা চালায়। ৪০ মিনিট ধরে সংসদ ভবনের কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তাদের লড়াই হয়। জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারায় ১৪ জন। জঙ্গিরা সংসদ ভবনে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। সেই সময় সংসদের ভেতরে ১০০ জনের মতো সাংসদ ছিল। পরে জানা যায় এই হামলার পেছনে লস্কর-ই-তৈবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের হাত ছিল। এই হামলার পর সীমান্তে উত্তেজনা বেড়ে যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী বিপুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চলে যায়। সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলাকে আজও ভোলেনি ভারত।

অগ্নিকান্ড

আটের পাতার পর

কাকড়াবন বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকার উপর হবে। এই দিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে সাথে সাথেই ছুটে ঘটনা স্থলে ছোটে গেলেন গোমতী জেলা বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সরকারি সাহায্য দ্রুত পাওয়ার জন্য উদয়পুর মহকুমা শাসকের সঙ্গেও আলোচনা করেন।

যুবক আটক

আটের পাতার পর

পুলিশ। রবিবার দুপুরে এই সাফল্য এসেছে রাধা কিশোর পুর থানার অন্তর্গত মাতাবাড়ির অমরনগর কলোনি এলাকার শিবু দাসের বাড়ি থেকে। শিবু দাসের বাড়িতে তলাসি করে ৮৪ বোতল ফেনসিডিল সহ শিবু দাস নামক এক যুবককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। উদয়পুর মহকুমা পুলিশের দায়িত্বে থাকা মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম রিয়াং-এর নেতৃত্বে রাধা কিশোর পুর থানার ওসি রাজীব দেবনাথ , এস আই মিজারুল রহমান সহ পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা যৌথ ভাবে এই অভিযান চালায়। সূত্র মারফৎ জানা যায় রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার কোর্ট বন্ধ থাকায় আসামি শিবু দাসকে সোমবার সকালে আদালতে তোলা হবে। এই অভিযান জারি থাকলে যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

হারায় ১৪ জন। জঙ্গিরা সংসদ ভবনে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। সেই সময় সংসদের ভেতরে ১০০ জনের মতো সাংসদ ছিল। পরে জানা যায় এই হামলার পেছনে লস্কর-ই-তৈবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের হাত ছিল।

প্রধানমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। বিগত দশ মাস ধরে করোনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান নিজের নেতৃত্বের মাধ্যমে দিয়েছেন তিনি। দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে দিল্লির রাজনীতিতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল এর সুযোগ্য প্রতিপক্ষ হিসেবেও নিজেকে স্থাপন করেছিলেন।

াঙ্গন

কাতারে হোটেলবন্দী করোনায় আক্রান্ত জামাল

কাতারের বিপক্ষে ৪ ডিসেম্বর দোহায় বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। সে ম্যাচটি খেলে ব্যক্তিগত কারণে দলের সঙ্গে ঢাকায় ফেরেননি জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। ১০ ডিসেম্বর ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তার আগে নির্ধারিত করোনা পরীক্ষায় করোনা 'পজিটিভ' হয়েছেন জামাল। বর্তমানে কাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে দোহার হোটেলে কোয়ারেন্টিনে আছেন তিনি।জামালের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।এদিকে করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় জামালের বর্তমান ক্লাব কলকাতা মোহামেডানও বেঁকে বসেছে!

গুঞ্জন উঠেছে, জামালের আর আই লিগ খেলা হচ্ছে না। তাঁর বিকল্প খেলোয়াড়ও খুঁজতে শুরু করেছে কলকাতা মোহামেডান। এই বছরের অক্টোবরেই কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দলটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন জামাল। তাঁর বিকল্প খেলোয়াড় খোঁজার বিষয়টি প্রথম আলোর কাছে স্বীকার করেছেন কলকাতা মোহামেডানের মিডিয়া ম্যানেজার অজয় মজুমদার। জামালকে ছাড়া এরই মধ্যে আইএফএ শিল্ড খেলছে মোহামেডান।

টুর্নামেন্টের ফাইনালেও উঠেছে তারা। আগামী ৯ জানুয়ারি শুরু হবে আই লিগ। এই সময়ের মধ্যে করোনা থেকে সেরে উঠে অনুশীলন করা ও দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা কঠিন। এ বছরের অক্টোবরে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দলটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন জামাল। কলকাতা থেকে হোয়াটসঅ্যাপে এমনটাই জানিয়েছেন অজয় মজুমদার, 'করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে কাতারে দুই সপ্তাহের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। সেখান থেকে ঢাকায় ফেরার ভিসা নেওয়া ছাড়া কোয়ারেন্টিনের বিষয় থাকতে পারে।

এ ছাড়া কলকাতায় এলে আবার কোয়ারেন্টিন। এতে অনেক সময় লেগে যাবে। আমাদের কোচ এখনই খেলোয়াড় চাচ্ছেন। তাই দল জামালের বিকল্প ভাবছে। তবে এখনো কোনো কিছু চূড়ান্ত নয়।'

আইপিএলের মৌসুমে জুয়াড়ি গ্রেপ্তার হচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে

ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট এমনই। খেলা মাঠে গড়ায় পাতানো খেলার গুঞ্জনও শুরু হয়। আইপিএল কলঙ্কিত হয়েছে বেশ আগেই। ২০১৩ আইপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের কারণে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস ও পুনে ওয়ারিয়র্স। এবারও আইপিএল নিয়ে চলছে গুঞ্জন। এক ক্রিকেটারকে নাকি পাতানো খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। খেলা হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে, তবে ভারতেও জুয়া চলছে আইপিএল নিয়ে। উত্তর প্রদেশে মিরাটে এক হোটেল থেকে জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আইপিএলের ম্যাচ নিয়ে জুয়ার সঙ্গে তাঁরা জড়িত। সিভিল লাইনস অঞ্চল থেকে হোটেল ব্যবস্থাপকসহ তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে মিরাটের পুলিশ কর্মকর্তা অখিলেশ নারায়ণ সিং বলেন, 'আমরা কিছু ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন জব্দ করেছি। সিভিল লাইনস অঞ্চলের এক হোটেল থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইপিএলের ম্যাচে জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। আমরা তদন্ত শুরু করেছি, সবকিছু খোঁজ খবর নিয়ে বের করা হবে কারা জড়িত।'

এদিকে বেঙ্গালুরুতেও আইপিএলের ম্যাচ নিয়ে বাজি ও জুয়ার অভিযোগ চারজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে তাদের কাছ থেকে নগদ ৪.৯১ লাখ রুপি জব্দ করা হয়। বেঙ্গালুরু পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সন্দীপ পাতিল টুইটে জানান, অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে অভিযুক্তরা আইপিএল নিয়ে জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। ভারতে যে কোনো ধরনের জুয়া নিষিদ্ধ। গত আইপিএলে ভারতে জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক শ-র বেশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এবার আইপিএলে জৈব সুরক্ষিত পরিবেশের মধ্যেও এক ক্রিকেটার পাতানো খেলার প্রস্তাব পেয়েছেন।

জৈব সুরক্ষিত পরিবেশের মধ্যে বাইরের কারও পা রাখা ভীষণ কঠিন। সেই ক্রিকেটার এ ঘটনা জানানোর পর বিশেষ সতর্কাবস্থা জারি করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দুর্নীতি দমন ইউনিট (এসিইউ)। বিসিসিআইয়ের দুর্নীতি দমন ইউনিটের প্রধান অজিত সিং পিটিআইকে বলেছেন, 'হ্যাঁ (একজন খেলোয়াড় প্রস্তাব পাওয়ার কথা জানিয়েছেন)।' প্রস্তাব দেওয়া ব্যক্তিকে ধরার চেষ্টার ব্যাপারে তিনি জানান, 'আমরা অনুসরণ করছি। সময় লাগবে।'

দুর্নীতি দমন নীতির অংশ হিসেবে পাতানো খেলার প্রস্তাব পাওয়া খেলোয়াড় এবং তিনি কোন দলের তা গোপন রাখা হয়। কাজগুলো করা হয় গোপনীয়তার ভিত্তিতে। খেলোয়াড়েরা জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থাকায় দুর্নীতি দমন ইউনিটের গোয়েন্দারা অনলাইনে ম্যাচ পাতানো বন্ধে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। খেলোয়াড়েরাও অনলাইনে থাকায়, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত তরুণদের এ ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। ভক্ত সেজে অনেক জুয়াড়ি খেলোয়াড়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে কাজগুলো করে থাকেন। বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা জানান, দেশি-বিদেশি সব খেলোয়াড় একের অধিক সংখ্যকবার দুর্নীতি দমন-সংক্রান্ত পাঠক্রমে অংশ নিয়েছেন।

টাকার গরম দেখিয়েছেন নেইমার

নেইমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ শেষই হচ্ছে না আলভারো গঞ্জালেসের। মাঠের খেলায় ঠোকাঠুকি থেকে বাদানুবাদ। সেখান থেকে ঘটনা এত দূর গড়াবে কে জানত? স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের মাথার পেছনে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেছিলেন নেইমার। ওদিকে গঞ্জালেসের বিরুদ্ধে বর্ণবাদের অভিযোগ তুলেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। আবার জাপানি খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধেও জাতিগত বিদ্বেষের অভিযোগ উঠেছিল নেইমারের বিপক্ষে।

প্রমাণের অভাব থাকায় শেষ পর্যন্ত দুজনই পার পেয়ে গেছেন। কিন্তু নেইমারের প্রতি অভিযোগ এখনো কমেনি গঞ্জালেসের। মার্শেই ডিফেন্ডার এবার জানাচ্ছেন, সেদিন নেইমার তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করেছেন তাতে তাঁর ওপর সব শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তাঁকে নাকি টাকার গরম দেখিয়েছেন নেইমার! এর আগে গঞ্জালেস দাবি করেন, নেইমারের সঙ্গে ঝামেলা করায় তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ১৩ সেপ্টেম্বরে মারামারি হয়েছিল নেইমার-গঞ্জালেসের মধ্যে। এরপর থেকেই নাকি হুমকি পেয়ে আসছেন গঞ্জালেস, 'হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে ২০ লাখের বেশি বার্তা পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় লেখা সব হুমকি পাঠানো হয়। এর কিছুই আমি বুঝতে পারিনি।' এবার তিনি দাবি করেছেন, পুরো ম্যাচেই নাকি তাঁকে খেপানোর চেষ্টা করেছেন নেইমার।

মার্শেইয়ের ডিফেন্ডারকে খেপিয়ে তুলতে নাকি বেতন নিয়েও খোঁচা দিয়েছিলেন নেইমার। বেতনের দিক থেকে ফুটবল বিশ্বে মেসির পরেই আছেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। ওন্দা সেরোকে গঞ্জালেস বলেছেন, 'নেইমার আমাকে বলেছে তুমি এক বছরে যা আয় করো, সেটা আমি একদিনে পাই। এবং এটা সত্য। আমি ওকে বলেছি আমার বেতনেই আমি খুশি। সেদিন পুরো ম্যাচে নেইমার যা করেছে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সারাক্ষণ খেপানোর চেষ্টা করেছে।'

বর্ণবাদী আচরণের দায় থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের দুঃখ এখনো যায়নি। তাঁর নামের পাশে যে কালিমা লেগেছে, সেটা এখনো মেনে নিতে পারেনি গঞ্জালেস, 'কোনো বর্ণবাদী অপমান করিনি। আমি আমার নাম ও ফুটবল ক্যারিয়ারে দাগ লাগতে দেব না। আমার কাছ থেকে নেইমার কখনো কিছু পাবে না। আমার শ্রদ্ধা পাবে না, কিছুই না। আমাদের খুব বাজে সময় গেছে। শুধু আমার নয়, আমার পরিবারেরও। আমি যদি ওকে কিছু বলতাম, তাহলে সেটা ক্যামেরাতে ধরা পড়তই।'

গঞ্জালেসের দাবি, নেইমার বড় তারকা হতে পারেন। কিন্তু এখনো হার মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা গড়ে ওঠেনি তাঁর, 'সে ম্যাচে আমি নেইমারের চেয়ে ভালো ছিলাম। সেদিন সে অসহায় হয়ে পড়েছিল। আপনাকে হার মানা শিখতে হবে, জানতে হবে কীভাবে ফল মেনে নিতে হয় এবং যখন কোনো কিছু পক্ষে যায় না তখন কী করতে হয়।'

করোনা রোগীকে জড়িয়ে ধরা ম্যারাডোনা 'নেগেটিভ'

খবরটা সত্যিই স্বস্তির। ডিয়েগো ম্যারাডোনাকে নিয়েই ছিল শঙ্কাটা। নাহ, আর্জেন্টাইন ফুটবল-কিংবদন্তিকে শেষ পর্যন্ত করোনায় ধরেনি। পরীক্ষা করে তাঁর কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

শঙ্কাটা তৈরি হয়েছিল ম্যারাডোনার কারণেই। ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো এই মহাতারকা হালে আর্জেন্টিনার প্রথম বিভাগের নিচু সারির দল হিমনাসিয়ার কোচের দায়িত্বে আছেন। নিজের স্বভাবসুলভ আবেগেই কিছুদিন আগে এক ম্যাচে নিজ দলের খেলোয়াড়কে জড়িয়ে ধরেছিলেন। পরে পরীক্ষায় দেখা যায় ফুকান্দো কনতিন নামের সেই খেলোয়াড় করোনায় আক্রান্ত। ৫৯ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন তারকা করোনায় আক্রান্ত হন কি না, এ নিয়েই দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নেমে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটেনি।

শুক্রবারের ঘটনা সেটি। পরে রোববার করোনা পজিটিভ আসে তাঁর। সঙ্গে সঙ্গেই করোনার আশঙ্কায় ম্যারাডোনার কোভিড পরীক্ষা করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত আইনজীবী মাতিয়াস মোরলা টুইটারে জানিয়েছেন তাঁর মক্কেল সম্পর্কে স্বস্তির খবরটা, 'ডিয়েগো ম্যারাডোনার কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ধন্যবাদ জানাতে চাই সকল আর্জেন্টাইনকে। তাঁরা সবাই ম্যারাডোনার জন্য প্রার্থনা করেছেন, তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সবাই নিরাপদে থাকুন, কারণ করোনা এখনো আমাদের রেহাই দেয়নি।'

ফাতিকে ঘিরে দল বানাবেন না কোচ

বার্সেলোনায় মেসি-কুতিনিওর পাশে সুবাস ছড়াচ্ছেন আনসু ফাতি। স্পেনের জার্সিতেও তাকে ঘিরে প্রত্যাশা রয়েছে সমর্থকদের। বার্সেলোনায় মেসি-কুতিনিওর পাশে সুবাস ছড়াচ্ছেন আনসু ফাতি। স্পেনের জার্সিতেও তাকে ঘিরে প্রত্যাশা রয়েছে সমর্থকদের।ছবি: টুইটারআনসু ফাতির প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন নেই। বিস্ময়-বালক বলেন অনেকেই। বয়স ১৮ না হতেই সুবাস ছড়াতে শুরু করেছেন এই ফরোয়ার্ড। গত বছরের শেষ থেকে নেমেছেন বয়সের সঙ্গে গোলের রেকর্ড ভাঙা গড়ার খেলায়। দেখা যাচ্ছে, বার্সেলোনার জার্সিতে গোল করলেই কনিষ্ঠতম গোলের নানা রেকর্ডে নাম চলে আসে ১৭ বছর বয়সী তারকার। শুধু বার্সেলোনা কেন স্পেনকেও তো ভবিষ্যতে দুই হাত ভরে দেবেনসে ধারণাও আগাম পাওয়া যাচ্ছে।

পশ্চিম আফ্রিকার দরিদ্র দেশ 'গিনি বিসাউ 'তে জন্ম হলেও ভাগ্যের অন্বেষণে পরিবারের সঙ্গে মাত্র ৬ বছর বয়সেই স্পেনে পা রাখেন ফাতি। গত বছর অক্টোবরে পেয়ে যান স্পেনের নাগরিকত্ব। আর সেপ্টেম্বরে স্পেনের জার্সিতে রেকর্ড গড়েন অভিষেকেই। ইউরোপিয়ান নেশনস কাপের ম্যাচে ইউক্রেনের বিপক্ষে ৪-০ গোলের জয়ের পথে একটি গোল করেন ফাতি। ১৭ বছর ৩১১ দিন বয়সে স্পেনের জার্সিতে কনিষ্ঠতম গোলের রেকর্ডের মালিক হয়ে যান তিনি।

এমন প্রতিভা হাতে পেলে তাঁকে ঘিরেই তো আক্রমণভাগ সাজাতে পারেন দলের কোচ। বিশেষ করে লুইস এনরিকের মতো কেউ হলে সম্ভাবনা থেকে যায়। বার্সেলোনার কোচ থাকতে মেসিকে ঘিরেই আক্রমণভাগ সাজাতেন এই স্প্যানিশ। তবে ফাতির ক্ষেত্রে এমনটা করা হবে না বলে জানিয়েছেন বর্তমানে স্পেনের দায়িত্বে থাকা এ কোচ।

ভালোবাসার 'ডাইনোসোর'-এর বেতন টানতে চান ওজিল

আর্সেনাল সমর্থকদের কাছেও হিসেবটা ভালো লাগার কথা না। আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে ৫ কোটি ইউরোয় ঘানার মিডফিল্ডার টমাস পার্টেকে কিনেছে আর্সেনাল। ওদিকে করোনাভাইরাসের মধ্যে খরচ কমানোর দোহাই দিয়ে ক্লাবটি বিদায় করেছে 'ঘরের লক্ষ্মী'কে। গত ২৭ বছর ধরে যে 'লক্ষ্মী' আর্সেনালের ঘরের মাঠে আনন্দে ভাসিয়েছে সমর্থকদের, গলা ফাটিয়েছে খেলোয়াড়দের পক্ষেএমনকি যাঁর বেতন দিতে আর্সেনালের মতো ক্লাবের কোনো কিছু টের পাওয়ার কথা নয়, তাঁকেই কি না বিদায় করে দিল! ওদিকে খেলোয়াড় কিনতে ঢালছে কোটি কোটি টাকাএ কেমন খরচ কমানোর হিসেব!

তা, হিসেব যেমনই হোক বাস্তবতা এটাই। এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনালে জার্সি পরা ডাইনোসোরের আদলে যে মাসকটকে দেখা যায় তাঁর নামগানারসোরাস। আর্সেন ওয়েঙ্গার কোচ হয়ে আসারও ৩ বছর আগে (১৯৯৩) থেকে এ মাসকট ব্যবহার করে আসছিল আর্সেনাল। এই মাসকট পরে মাঠে চিত্ত-বিনোদন দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন জেরি কিউ। কিন্তু এ সপ্তাহের শুরুতে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে আর্সেনাল। মাঠে যেহেতু দর্শক নেই, এর পাশাপাশি করোনার এই আপতালীন সময়ে খরচ বাঁচাতে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। গানারদের সোনালি সময়ে গানারসোরাস নিয়ে মজেছিলেন সমর্থকেরা। আর্সেনালের সেই সোনালি সময় এখন অতীত হলেও মাসকটের জনপ্রিয়তা কমেনি এতটুকু। তা বোঝা গেল, আর্সেনাল তাঁকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ফুঁসে ওঠা সমালোচনায়।

গত মাসে ক্লাবটি জানিয়েছিল, খরচ কমাতে ৫৫ জন কর্মীকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছে আর্সেনাল। কিন্তু এর মধ্যে দলবদলের বাজারে কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলে সমালোচনা কিনেছে তারা। এর মধ্যে জেরি কিউকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত মোটেও ভালো লাগেনি মেসুত ওজিলের। আর্সেনালে ব্রাত্য হয়ে পড়া এ মিডফিল্ডার আজ টুইট করেছেন এ নিয়ে, '২৭ বছর পর আমাদের বিখ্যাত ও অনুগত অবিচ্ছেদ্য মাসকট গানারসোরাসজেরি কিউকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছে আর্সেনাল। আমি যত দিন আর্সেনালে আছি, তত দিন এই সবুজ লোকটির (মাসকটের রং) বেতনের পুরো টাকা দিয়ে যেতে চাই।' আর্সেনালে ওজিলের সাপ্তাহিক বেতন প্রায় সাড়ে ৩ লাখ পাউন্ড। গত মার্চ থেকে মাঠের বাইরে রয়েছেন তিনি। ক্লাব তাঁকে ছাড়ার চেষ্টা করছে কিন্তু ওজিল গোঁ ধরে বসায় ব্যাটে-বলে হচ্ছে না। বলা যায়, বসে বসেই বেতন নিচ্ছেন জার্মান তারকা।

স্প্যানিশ ক্লাব সেভিয়া এর মধ্যে জেরি কিউকে টানার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আর্সেনালের সিদ্ধান্তের পর থেকেই একের পর এক টুইট করেছে তাঁকে পাওয়ার জন্য। তবে আর্সেনালের আচরণ আরও অনেকেরই ভালো লাগেনি। ব্রিটিশ টিভি উপস্থাপক পিয়ার্স মরগানের টুইট, 'কী? এটা সত্য না হওয়াই ভালো। এটা কি আর্সেনাল??! ' এদিকে জেরি কিউকে আর্সেনালে রাখতে এর মধ্যেই 'গো ফান্ড' নামে তহবিল গঠনের কাজ শুরু হয়েছে।

হাসিনা-মোদির ১৭ ডিসেম্বরের বৈঠকে দু'দেশের প্রধান ইস্যুগুলো উত্থাপন করবে ঢাকা

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৩।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যকার ১৭ ডিসেম্বরের ভার্চুয়াল বৈঠকে পানি ও সীমান্তসহ বড় বড় যতগুলো সমস্যা আছে সেগুলো উত্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের বড় বড় যতগুলো সমস্যা আছে সেগুলো উত্থাপন করা হবে।বেশ কয়েকটি 'কুইক ইমপেক্ট' রাখার মতো প্রকল্পেরও উদ্বোধন করা হবে।'

এদিকে, প্রতিবেশী দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী দ্বয়ের বৈঠক চলাকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৬৫ সালের আগের পুরনো চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রেল সংযোগ পুনরায় উদ্বোধন করা হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'এ বৈঠকে বিজয়ের মাস বড় আকারে উঠে আসবে। কারণ এ বিজয় ভারতের পওে এক বিজয়, কেননা তারা বাংলাদেশকে বিজয় অর্জনে সাহায্য করেছিল। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী যে অবদান রেখেছেন তা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।'

'বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা ঐতিহাসিক ও রক্তের। ভারত আমাদের সবসময়ের বন্ধু। আমাদের বিজয়ে তাদেরও যথেষ্ট অহংকার করার কারণ আছে,' বলেন তিনি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবিত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত ও যুক্তরাজ্যের তৎকালীন সরকারের অবদানের কথা স্মরণ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।'

ড় মোমেন বলেন, সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সোনালি অধ্যায়ে বিরাজ করছে। দুদেশের মধ্যকার এলবিএ ও সমুদ্র সীমাসহ বিভিন্ন ইস্যু আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে নজির স্থাপন করেছে।

দুদেশই বিশ্বাস করে যে, আলোচনার মাধ্যমে সব বিষয়ের সমাধান করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমস্যা সমাধানে তার নেতৃত্বের পরিপক্কতা দেখিয়েছেন, বলেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে ড় মোমেন বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলে আগামী বছরের ২৬ মার্চ একটি স্বাধীনতা সড়ক চালু করা হবে।

ওই সড়কের ভারতের অংশটি চালু আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরকে যুক্ত করা হবে। এ সড়কটি দুদেশের মধ্যে জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোরেে ত্র সহায়তা করবে।

২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস যৌথভাবে উদযাপনের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের প থেকে এই আমন্ত্রণটি নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মার্চে দণি এশিয়ায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহযোগিতা নিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ভার্চুয়াল বৈঠকে দুই প্রধানমন্ত্রী যোগ দিয়েছিলেন।

গণঅবস্থানরত ১০৩২৩ এর নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে গণঅবস্থানরত জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩ এর আন্দোলনকারীদের উপর রাতে দুষ্কৃতিরা ঢিল ছুড়ে বলে অভিযোগ। শান্তিপূর্ণ এই আন্দোলনে দুষ্কৃতি তান্ডবের বিষয়ে রবিবার সদর মহকুমা এসডিপিও কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন কমিটির কর্মকর্তারা। এবং দাবি করা হয়েছে, রাত্রিকালীন নিরাপত্তা আরও জোড়দার করার জন্য।

চিরকৃতজ্ঞ রাষ্ট্র শহীদদের আত্মবলিদানকে স্মরণ করছে রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): ২০০১ সালে সংসদ ভবন হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বীর শহীদদের আত্মবলিদানের জন্য দেশ চিরকৃতজ্ঞ থাকবে বলে নিজের টুইট বার্তায় জানিয়েছেন তিনি। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লিখেছেন, ২০০১ সালের এই দিনে সংসদকে রক্ষা করতে গিয়ে যে সকল বীর শহীদ নিজের জীবনের আত্মবলিদান দিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের কৃতজ্ঞ রাষ্ট্র বিনম্রতার সঙ্গে স্মরণ করছে। গণতন্ত্রের মন্দিরকে রক্ষা করতে গিয়ে যেসকল রক্ষকরা আত্ম বলিদান দিয়েছে তাঁদেরকে স্মরণ এর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের অঙ্গীকার আরো সুদৃঢ় হয়ে উঠবে। উল্লেখ করা যেতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

জে পি নাড্ডার উপর হামলার প্রতিবাদে আগরতলায় বিজেপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার আগরতলা রামনগর প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। রামনগর এর বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের নেতৃত্বে মিছিলটি নগরীর বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে। মিছিলে ব্যাপক সংখ্যায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কলকাতায় আসছে সেখানে তার কনভয়ে হামলা চালানো হয় ।সর্বভারতীয় সভাপতির কনভয়ে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে আমাদের রাজ্যে ও ।বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত। প্রতিবাদ বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সঞ্জয় দত্ত বলেন,এ ধরনের হামলা সংগঠিত করে বিজেপির অগ্রগতিকে কোনভাবেই ঠেকানো যাবে না ।এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরত থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সহ-সভাপতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সুরজিৎ দত্ত আরো বলেন হিংসার রাজনীতি করে কোনদিন এই ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়। সে কারণেই হিংসার বদলে মানুষের মন জয় করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি।

আগরতলায় প্রধান তিন হাসপাতালে একযোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। রাজধানীর হাপানিয়াস্থিত টি.এম.সি, আইজিএম হাসপাতাল ও জিবি হাসপাতালে রবিবার এক যোগে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল গুলিতে রক্তসঙ্কট দেখা দেয়। তাই সেই রক্ত সঙ্কট দূরীকরণের লক্ষ্যে রবিবার তিনটি হাসপাতালে এক যোগে রক্তদান শিবির করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সেই মতেবেক এইদিন তিনটি হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। এই শিবিরে বহু সাধারন মানুষ এইদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি জানান রক্তদান মহৎ দান। এইদিন একযোগে তিনটি হাসপাতালে রক্তদান শিবির করা হচ্ছে। তিনটি হাসপাতালে ১৫ থেকে ২০ জন করে রক্তদান করবে। এই প্রক্রিয়া আগামি তিন সপ্তাহ চালিয়ে যাওয়া হবে। এক মাসের একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক রবিবারে ১৫ থেকে ২০ জন করে রক্তদান করবে এই তিনটি হাসপাতালে। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সকলের প্রতি আহ্বান জানান রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য।

এসসি অফিসার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। অল ত্রিপুরা এসসি অফিসার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এবং ওএনজিসি ত্রিপুরা অ্যাসেটের সি এস আর স্কিমের আর্থিক সহায়তায় গত ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর চারটি স্থানে করোনা পরিস্থিতিতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও সমাজের পিছিয়ে পড়া দূর্বল অংশের মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সোসাইটির উদ্যোগে মান্দাই ও বেলবাড়ীতে ২০০ জন এবং ব'নগর ব্লকের মাণিক্যনগর ও পুটিয়ায় ২০০ জনের মধ্যে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, তেল, লবণ, সাবাণ ও মা' বিতরণ করা হয়। বেলবাড়ীতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সময় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া ও বেলবাড়ী বি এ সি'র চেয়ারম্যান গণেশ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। মান্দাইয়ে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সময় বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেববর্মা এবং মান্দাই ব্লকের বি ডি ও এন এস চাকমা উপস্থিত ছিলেন। ব'নগর ব্লকের মাণিক্যনগর ও পুটিয়ায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সময় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স'য় সরকার এবং বি ডি ও ধৃতিশেখর রায় উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও এই অনুষ্ঠানগুলিতে সোসাইটির সভাপতি তপন দাস, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস, সদস্য রতন বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কাকড়াবন বাজারে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ ডিসেম্বর।। গত শনিবার রাতে উদয়পুরের কাকড়াবন দৈনিক বাজারে আচমকা আগুনে পুড়ে ছাই চারটি দোকান। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই কাকড়াবন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে যায় ঘটনাস্থল। অগ্নি নির্বাপক দপ্তর কাকড়াবন বাজার সংলগ্ন হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

চন্দ্রপুর পর্যটন ও মিলন মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের ডিমাতলী গ্রাম প'ায়েতের চন্দ্রপুর মসজিদ প্রাঙ্গণে গতকাল চন্দ্রপুর পর্যটন ও মিলন মেলার উদ্বোধন হয়। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এই মেলার উদ্বোধন করেন । মেলার উদ্বোধন করে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রায় মেলার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । মেলায় শুধু মানুষে মানুষের মিলনই হয়না, পণ্য সামগ্রীও ক্রয়-বিক্রয় হয়।এতে লাভবান হন গ্রামীণ এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোগীগণ। তিনি বলেন, আবহমান কালধরেই গ্রামীণ মেলাগুলির মধ্যে এই দিকটি আমরা দেখে আসছি।

অনুষ্ঠানে সাংসদ শ্রীমতি ভৌমিক আরও বলেন, বিলোনীয়া মহকুমার এই অ'লে চা শিল্প বিকাশের একটা সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা ভাবনা করে ডিমাতলী অ'লে একটি চা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র চালু করার বিষয়টি সরকার খতিয়ে দেখছে। এবার কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চন্দ্রপুর পর্যটন ও মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হল। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী বছর অনান্যবারের মতো এই মেলা আরও আকর্ষনীয় হবে। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস ও রাজনগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপন দেবনাথ। সভাপতিত্ব করেন ডিমাতলী গ্রামপ'ায়েতের প্রধান মীনু দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

মাতাবাড়ির অমরনগরে ফেন্সিডিল সহ যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ ডিসেম্বর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের সাফল্য পেল রাধা কিশোর পুর থানায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবাসরীয় সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া রাজধানী দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): ঘন কুয়াশায় চাদরে মোড়া রবিবাসরীয় সকালে ঘুম ভাঙল রাজধানী দিল্লির। অতিরিক্ত কুয়াশার কারণে কম দৃশ্যমানতা তৈরি হয়। তার জেরে বিপর্যস্ত ট্রেন ও গণপরিবহন চলাচল। কুয়াশার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দিল্লিতে বায়ু দূষণ। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে এদিন সকাল আটটা নাগাদ দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৫৪। বাতাসে আর্দতার পরিমাণ ৯০ শতাংশ থাকার কারণে ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে যায়। দিল্লির পার্শবর্তী এনসিআর এলাকায় বায়ুদূষণ এ দিন সকালে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। গাজিয়াবাদে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪০১। একই অবস্থা নয়ডা ও গ্রেটার নয়ডার। আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সোমবার সকালেও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে দিল্লি। তাপমাত্রা উঠানামা করবে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আসেপাশে।

সংসদ ভবন হামলার বিভীষিকাকে স্মরণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): ২০০১ সালে সংসদ ভবন হামলায় নিহতদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, ২০০১ সালে গণতন্ত্রের মন্দির সংসদ ভবনে সন্ত্রাসবাদী হামলায় শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জীবনের সর্বোচ্চ বলিদান দেওয়া মা ভারতীর সুপুত্রদের উদ্দেশ্যে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি। কৃতজ্ঞ রাষ্ট্র তাঁদের অমর বলিদানের কাছে চিরকাল ঋণী থাকবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সকালে ৫ জন সশস্ত্র জঙ্গী অতর্কিতে দিল্লির সংসদ ভবনে ঢুকে হামলা চালায়। ৪০ মিনিট ধরে সংসদ ভবনের কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তাদের লড়াই হয়। জঙ্গি হামলায় প্রাণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

সংসদ ভবন হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধার্ঘ্য লোকসভার অধ্যক্ষের

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): ২০০১ সালে সংসদ ভবন হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় তিনি লিখেছেন, ২০০১ সালের এইদিনে সংসদকে রক্ষা করার লক্ষ্যে পুলিশ এবং সংসদের কর্মীরা প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য রইল। তাঁদের আনুগত্য এবং বীরত্ব ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করে যাবে আমাদের। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরো সঙ্ঘবদ্ধ করবে।

২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সকালে ৫ জন সশস্ত্র জঙ্গী অতর্কিতে দিল্লির সংসদ ভবনে ঢুকে হামলা চালায়। ৪০ মিনিট ধরে সংসদ ভবনের কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তাদের লড়াই হয়। জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারায় ১৪ জন। জঙ্গিরা সংসদ ভবনে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। সেই সময় সংসদের ভেতরে ১০০ জনের মতো সাংসদ ছিল। পরে জানা যায় এই হামলার পেছনে লস্কর-ই-তৈবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের হাত ছিল।

উদয়পুরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ ডিসেম্বর।। আজ সকাল আনুমানিক এগারোটায় উদয়পুর সেন্ট্রাল রোডস্থিত পুরাতন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শঙ্কর সাহার দোকানে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়। শংকর বাবু অন্যান্য দিনের মতো দোকানের সামনে টেবিল দিয়ে বাড়িতে কিছুক্ষনের জন্য খেতে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে দোকানে এসে দেখেন দোকানে থাকা এগারো হাজার টাকা মূল্যের ইলেকট্রনিক ওজন পরিমাপ যন্ত্রটি চুরি হয়ে গেছে। দোকানের এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করে কোথাও না পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে পার্শবর্তী ব্যবসায়ীরা ছুটে আসেন। কিন্তু চোরের টিকির নাগাল পাওয়া যায় নি এবং ইলেকট্রনিক ওজন পরিমাপ যন্ত্রটিও পাওয়া যায় নি । ল

শহরের এই ব্যস্ততম এলাকায় দিনদুপুরে এই ধরনের এত বড় যন্ত্র চুরির ঘটনায় সবাই তাজ্জব বনে যান। এরপর দোকান মালিক শঙ্কর সাহা এই বিষয়ে রাধাকিশোরপুর থানায় একটি মামলা করেন। এদিকে দিন দুপুরে শহরের প্রান কেন্দ্রে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত কৌতূহলী সকল ব্যবসায়ী মহল।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস সাব কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের নব গঠিত স্পোর্টস সাব কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। এদিনের বৈটকে মূলত আলোচনা হয় আগামী দুই বছরের বিভিন্ন ক্রীড়ার আয়োজন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। সিদ্ধান্ত হয় ইন্ডোর গেম মধ্যে এর শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য আয়োজন করা হবে লুডো এবং মহিলা ও পুরুষদের জন্য ক্যারাম, দাবা ও টেবিল টেনিস। আউট ডোর গেমের মধ্যে আয়োজন করা হবে ক্রিকেট, ফুটবল ও ভলিবল। এই সমস্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক প্রেস ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য ও সদস্যাদের আগামী ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে আগরতলা প্রেস ক্লাবে নাম নথিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও সিদ্ধান্ত হয় ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় ক্লাবের সদস্য - সদস্যাদের পরিবারের লোকজনও অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। আয়োজন করা হবে আইপিএল'র ধাঁচে মহকুমা ভিত্তিক আন্তঃ প্রেস ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্টের।

বিশালগড়ে বেআইনী মজুত ত্রিশ লক্ষ টাকার মোবাইল সেট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ ডিসেম্বর।। বিশালগড় থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার বিকালে প্রচুর সংখ্যক মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গেছে বিশালগড় থানার পুলিশ থানাধীন বাইদ্যাদীঘি বাজার সংলগ্ন একটি পরিতেক্ত জায়গা থেকে ১৪ কার্টুন মোবাইল উদ্ধার করেছে।২৯৮টি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ছিলো কার্টুনের মধ্যে। যদিও কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। থানা সুত্রে জানা যায় উদ্ধার করা এন্ড্রয়েড মোবাইল গুলির বাজার মুল্য আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা হবে বলে জানা যায়।

ভারতের নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩০ হাজার ২৫৪

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে নতুন করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশজুড়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৩০ হাজার ২৫৪। নিহত ৩৮১। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩৩ হাজার ১৩৬ বলে রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। গোটা দেশে বর্তমানে করোনায় সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৪৬। সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ০২৮। মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ০১৯। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৯৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪৬৪। করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে এই মুহূর্তে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪ হাজার ৬৩৮। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কেরল। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬০ হাজার ১৭৭। রাজধানী দিল্লিতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৭ হাজার ৩৭৩। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ১১ হাজার ৮৩৩।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধনের জন্মদিনে তাঁর প্রতি শুভেচ্ছা ব্যক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল তিনি যেভাবে ধরেছেন সেই জন্য প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবাসরীয় সকালে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, জন্মদিনে ডা: হর্ষবর্ধনকে শুভেচ্ছা জানাই। জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের প্রসারের পাশাপাশি ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তিনি। জনগনের সেবায় তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিশ্বজোড়া মহামারী করোনা মোকাবিলায় প্রাজ্ঞতার সঙ্গে

ছয়ের পাতায় দেখুন

২০০১ সালের সংসদ ভবন হামলার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শহীদ তর্পণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার বছরেই ভারতের সংসদ ভবনে জঙ্গি হামলা হয়েছিল। ২০০১ সালে সেই জঙ্গি হামলার ক্ষত ভারত আজও ভোলেনি। সেই দিনটিকে স্মরণ করে রবিবাসরীয় সকালে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ২০০১ সালের এই দিনে সংসদ ভবনে যেভাবে জঙ্গি হামলা চালানো হয়েছিল তা কোনদিন ভুলবো না। সংসদ ভবনকে রক্ষার্থে বীরত্বের সঙ্গে যারা আত্মত্যাগ করেছিলেন ভারত তাদের কাছে সদা কৃতজ্ঞ থাকবে। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সকালে ৫ জন সশস্ত্র জঙ্গী অতর্কিতে দিল্লির সংসদ ভবনে ঢুকে হামলা চালায়। ৪০ মিনিট ধরে সংসদ ভবনের কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তাদের লড়াই হয়। জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারায় ১৪ জন। জঙ্গিরা সংসদ ভবনে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। সেই সময় সংসদের ভেতরে ১০০ জনের মতো সাংসদ ছিল। পরে জানা যায় এই হামলার পেছনে লস্কর-ই-তৈবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের হাত ছিল। এই হামলার পর সীমান্তে উত্তেজনা বেড়ে যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী বিপুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চলে যায়। সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলাকে আজও ভোলেনি ভারত।

সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব পালন

১৫ মিনিটে নিশ্চিত হবে মন

ফলাফল থাকবে সম্পূর্ণ গোপন

এগিয়ে এসে HIV পরীক্ষা করিয়ে নিজের জীবনকে সুরক্ষিত করুন

রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের বিশেষ উদ্যোগ

রাজ্যের প্রধান বাসস্ট্যান্ড ও রেল স্টেশনে একযোগে কাউন্সেলিং ও এইচআইভি পরীক্ষা

ডিসেম্বর থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত চলবে এই কর্মকাণ্ড

শুভারম্ভ ঃ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২০

এগিয়ে এসে HIV পরীক্ষা করিয়ে নিজের জীবনকে সুরক্ষিত করুন

পরিচালনায়

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

এইচআইভি - এইডস সম্পর্কে যে কোনো তথ্যের জন্য টোল ফ্রি ১০৯৭ নম্বরে ফোন করুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।